৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৬ মাঘ – ১২ মাঘ, ১৪২৯ ঃ ২১ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 14, 21 January - 27 January, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

ছুটি

আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিবস ও ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস ও সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় আগামী ২৮ জানুয়ারির সংখ্যা প্রকাশিত হবে না।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বীরভূম, পুরুলিয়া, মালদা, বাঁকুড়া যেখানেই শাসক

দলের প্রতিনিধিরা দূত হিসাবে যাচ্ছেন সেখানেই তাদের ঘিরে সংগঠিত হচ্ছে বিক্ষোভ। সেখানে শুধুই না পাওয়ার হাহাকার। কর্মসূচি শেষে বুমেরাং না হয়ে যায়।

রবিবার : করোনা আসব আসব করেও আসেনি। এসেছে

চিকেন পক্স। একমাসে রাজ্যে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়। ক্রমশঃই চিন্তা বাড়াচ্ছে এই রোগ। ডেঙ্গুর মতো দেরি করলে বিপদ বাড়তে পারে। এখনই সচেতনতায় জোর দেওয়া জরুরি।

সোমবার : ব্যাঙ্গালুরুতে সেনা দিবসের কুচকাওয়াজের পরে

সেনাপ্রধান জানালেন চিন সীমান্তে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য ভারত তৈরি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন দশ বছরে সীমান্তে চ্যালেঞ্জ বেড়েছে বিপুল। এখন চিন আগের চেয়ে অনেক আগ্রাসী।

মঙ্গলবার : সিবিআই হেফাজতে শৌচাগারে লালন সেখের অপ

মৃত্যুর ঘটনায় দুজন অফিসার ও দুই কনস্টেবলকে গাফিলতির দায়ে সাসপেন্ড করলো সিবিআই। তাকে খুন করা হয়েছে বলে স্ত্রীর অভিযোগ।

বুধবার : বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাস ঘিরে বিতর্কের

মাঝে আদালত অবমাননার ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে মামলা করতে নির্দেশ দিল বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ।

বৃহস্পতিবার : চাকরির দাবিতে দশটি সংগঠনের ডাকে মিছিল

হলো কলকাতায়। সরকারী চাকরি প্রার্থীদের এই মিছিল ও সম্মেলন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে তাদের আন্দোলনে। তবে এর ফলে সুরাহা মিলবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

শুক্রবার : রাজ্যে থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ কিছু কর্মসূচি

পালনের নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু রাজ্যের ৩৬টি থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিটের কাজের তথ্য বলছে কেউই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। কারণ জানতে চিঠি দিয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মূর্তি পূজার ছলে...

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

অমৃত মহোৎসবের শেষ লগ্নেও দেশবাসীর কাছে তাকে নিষ্প্রাণ মূর্তির মাহাত্ম্যে প্রচার করা হলো। দেশভাগের পর থেকেই তাঁকে শাসক সম্প্রদায় স্রেফ ভয় পেয়ে এসেছে। তাঁর সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কিছু বলা নিষিদ্ধ ছিল। সেনাবাহিনীতে তাঁর জন্মদিন, তাঁর ছবি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। শিশু পাঠ্য থেকে উচ্চতর ক্ষেত্রেও তিনি ব্রাত্য ছিলেন। দেশের মানুষের নেতাজি প্রেমকে ভালো চোখে দেখেনি ভারতের শাসকবর্গ দীর্ঘদিন। দেশের মানুষের দাবিতেই একের পর এক কমিটি কমিশন গড়ে তার অনুসন্ধানের নামে রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রহসন হয়েছে বারংবার। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধায় মানুষ তাঁর ছবিকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শঙ্খধ্বনি করে আগমের কামনা ব্যক্ত করেছে নীরবে নিভৃতে। কোথাও কোথাও সরকারি বদান্যতায় নেতাজির মূর্তিও প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেগুলির শিল্প সৌকর্য নিয়ে বারংবার প্রশ্ন উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। অন্যদিকে গভীর গোপন চক্রান্তে দেশবাসীর অজ্ঞাতে নেতাজির চরিত্র হননের ব্লু প্রিন্ট যেমন তৈরি করা হয়েছে তেমনিই নেতাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি দীর্ঘদিন অব্যহত থেকেছে। নেহেরু পরিবারের ধারাকে পরবর্তীকালে দিল্লির শাসকেরা নতুন আঙ্গিকে অন্যতম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। যেখানে দাবিদার পরিবারের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে ভবিষ্যতে স্বনামে যাতে সুভাষচন্দ্র প্রকট হতে না পারেন তার স্থায়ী ব্যবস্থা করে গেছেন।

দিল্লিতে পালাবদল ঘটেছে কিন্তু কংগ্রেসী ঘরানার সেই নেতাজি চক্রান্তের মূল শিকড় আজও রয়ে গেছে। দিল্লির দরবারে দেশের নানা প্রান্তের মানুষজন দাবি জানিয়েছিল নেতাজির চূড়ান্ত অনুসন্ধানের। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মনোজ মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করেছে মনমোহন সরকার। কংগ্রেসী সরকার নেতাজির চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে যে জনৈকা বিদেশিনীকে কন্যা বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে দাবিদার পরিবারের

সাগরে বাবার সাহারা ছেলে। ছবি: অরুণ লোধ

একাংশের সহায়তায় তারও মান্যতা দিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশের নেতাজি অনুরাগী মানুষদের যে প্রত্যাশা ছিল তার পরিবর্তে স্রেফ নামকরণ আর মূর্তির আড়ালে মিথ্যাচারকে প্রতিষ্ঠিত করে আসল সত্যকে গোপন করতে চেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অবশ্যই কংগ্রেস ঘরানা থেকে বেরিয়ে এসে নেতাজি সম্পর্কে অন্য পথে হেঁটেছেন। কিন্তু কংগ্রেস আমলের সেই নেতাজি চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না আজও। গান্ধিজির জন্ম জয়ন্তী জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হলেও নেতাজির ব্যাপারে দেশপ্রেম নয় পরাক্রম দিবসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। যে তদন্ত কমিশনকে 'অসম্পূর্ণ' আখ্যা দিয়ে মনমোহন সরকার বাতিল করেছিল তা 'সম্পূর্ণ' করার সাহস দেখাতে পারল না জাতীয়তাবাদের দাবিদার বর্তমান শাসকদল। দাবিদার পরিবারের একাংশকে তুষ্ট করতে গিয়ে আজ নেতাজি প্রশ্নে শাসকদলের আন্তরিকতা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। দিল্লির রাজপথে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা অবশ্যই আনন্দের নেতাজি অনুরাগীদের কাছে কিন্তু সেই মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আজও আন্তরিক হতে পারল না কেন্দ্র।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করতাম

মাধবী মুখোপাধ্যায়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় আমার ধৃষ্টতা নেই। তার মতো দেশপ্রেমিক যে আমাদের দেশের গর্ব তা বলাবাহুল্য। তাঁর আদর্শ, তাঁর দেশপ্রেম সমগ্র ভারতবাসীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি প্রবেশ করতো তাহলে হয়তো আরও আনন্দ পেতাম। দেশবাসী তাঁর আদর্শে যদি গড়ে উঠত তাহলে আমার এই দেশ আরও সুন্দর হয়ে উঠতো। এ ব্যাপারে বলে রাখি আমি আমার দেশকে সব সময়ই সুন্দর বলে মনে করি। আমাকে লসএঞ্জেলস-এ একবার বলেছিল আপনার যে রাস্তাটা পছন্দ হবে সেই রাস্তার ধারে আমরা আপনার জন্য বাড়ি বানিয়ে দেব আপনি এখানেই থেকে যান। আমি উত্তর দিয়েছিলাম আমার খন্ডিত দেশের প্রত্যেকটি রাস্তাই সুন্দর। তাই আমি আমার দেশেই থাকব। আমার বাংলা খণ্ডিত হলেও ভারতবর্ষ সত্যিই আমার এক মনের প্রাণের জায়গা। তবে ২৩ জানুয়ারি এই মহান ব্যক্তির প্রাক্কালে আমার মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কিছু স্মৃতি আমার মা লীলা দেবী আমাকে এবং আমার বোন মঞ্জরীকে (চ্যাটার্জী) বলতেন তোদের ভাই বা দাদা নেই তো কি হয়েছে তোরা ভাইফোঁটা দিবি সুভাষচন্দ্র বসুকে। তাই ২৩ জানুয়ারি কাগজ কেটে শিকল বানিয়ে দরজায় দরজায় লাগাতাম। ছবি রেখে সামনে বিভিন্ন ধরনের ফুল পাতা দিয়ে সাজিয়ে তুলতাম আর আমরা দু বোনে ছবিতে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা' মন্ত্র পড়ে সুভাষ বসুর দীর্ঘায়ু কামনা করতাম। তাঁর দেশপ্রেম মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে তবেই আমাদের দেশ আবার বলছি খুব সুন্দর হয়ে উঠবে।

রেল প্রকল্প বিশবাঁও জলে

মলয় সুর

বিষ্ণুপুর রেলপথ নির্মাণে ভাবাদিঘি জট কাটেনি। প্রশাসনিক স্তরে তেমন উদ্যোগ নেই বলেও অভিযোগ। একটা মাত্র

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর

দিঘি। তারজন্যই থমকে আছে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপ্রকল্প। কারণ গোঘাটের ভাবাদিঘি এলাকার মানুষের বাঁচার একটা জায়গা, এর ওপর দিয়ে রেল যাবে এটা কখনই মানা যাবে না। আর তা নিয়েই গণ্ডগোল। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অনেক সহজে জয়রামবাটী, কামারপুকুর, গড়মান্দারণ, শুশুনিয়া, অযোধ্যার মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছতে পারবে মানুষ সহজেই। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালতও শেষ পর্যন্ত বিষয়টিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ফলে অথৈ জলে তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প।

প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই রেল প্রকল্প অনুমোদন করেন। তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর ৮২.৫ কিমি রেলপথের জন্য প্রায় ৮০০ কোটি মঞ্জুরও করেন তিনি। ২০১৮ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে জানানো হয়। সেই মতো দ্রুত কাজ শুরু হয়। তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ পর্যন্ত রেল পথ সম্পূর্ণ হওয়ার পরই ২০১২ সালের ৪ জুন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মুকুল রায় আরামবাগ পর্যন্ত রেল চলাচলের সূচনা করেন। তারপর আরামবাগ থেকে রেলপথের কাজ শুরু হলেও গোঘাটের ভাবাদিঘি গ্রামে একটি দিঘিকে কেন্দ্র করে রেলের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারী সদিচ্ছার অভাবে বন্ধ গোবরডাঙা হাসপাতাল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা একটি অন্যতম অধিকার। বর্তমানে সেই অধিকারও যে এ রাজ্যে নড়বড়ে অবস্থায়, তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল উত্তর চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতাল। যার জন্ম হয় ১৯৫৭ সালে গোবরডাঙার গৈপুরে স্থানীয় বসু ও মিত্র পরিবারদ্বয়ের দান করা সাড়ে দশ বিঘা জমির ওপর গোবরডাঙা স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে নির্মাণের মাধ্যমে। পরে এটি ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে প্রায় সাড়ে ষোল বিঘা জমিতে রূপান্তরিত হয়। এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এটি গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

গোবরডাঙা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকাকালীন এটির দায়িত্বে ছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু গ্রামীণ হাসপাতাল হবার পর ২০০১ সালে এটির দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয় উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের হাতে। কিন্তু ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর হাসপাতালের উপর থেকে নজরদারি কমতে থাকে। ২০১৪ সালের ৪ নভেম্বর থেকে হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় বলে জানালেন স্থানীয় শিক্ষক তথা গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের সহ সভাপতি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রায় সাড়ে ষোল বিঘা জমির উপর ৪০টি শয্যা ও ৩২টি কোয়ার্টার বিশিষ্ট এই হাসপাতালের সমস্ত পরিকাঠামোই বর্তমান। আগে চার-পাঁচ জন ডাক্তার ছিল, ৭ জন নার্স ছিল।

এমনকি ১০-১৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীও ছিল। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা না থাকার কারণে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতালের একজন মাত্র চিকিৎসক ডাঃ জর্জ অগাস্টিন মাস দুয়েক আগে অবসর গ্রহণ পর আউটডোর বিভাগটিও বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এই হাসপাতালটিকে ঘিরে রয়েছে ৩টি বিধানসভা কেন্দ্র গাইঘাটা, স্বরূপনগর ও বাদুড়িয়া। ৪টি ব্লক গাইঘাটা, হাবড়া, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া। জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক। এসত্ত্বেও এহেন হাসপাতালটিকে সরকারের অনীহার শিকার হতে হয়। যার ফলে সামান্য কুকুরে বা বিড়ালে কামড়ালেও হয়রানির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। রাতবিরেতে কোনও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কমপক্ষে ২৫-৩০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হয় হাবড়া, বনগাঁ, বসিরহাট বা বারাসতে।'

বিজেপির পুরমণ্ডল কমিটির সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে হাসপাতাল বন্ধ। একসময়ে এই গোবরডাঙা ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শহর। আজ সেই শহর থেকে তার অতীত অবলুপ্ত।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাসপাতালটি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে থাকাকালীন পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নতি ও আধুনিকীকরণ ঘটে। কিন্তু ২০০১ সালে জেলা পরিষদের অধীনস্থ হবার পর থেকে পরিষেবার অবনমন শুরু হয়। হাসপাতাল বন্ধ নিয়ে গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত বেশ বিব্রত। তিনি বলেন, 'আমরা বার বার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানিয়েছি। জেলা পরিষদ দ্বারা এই হাসপাতালটি পরিচালিত ছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

কোপ পড়ল বিবেক-সুভাষে

কুনাল মালিক

নজিরবিহীন ভাবে ২০২২-২৩ সালে রাজ্যে ব্লক স্তরে ছাত্র যুব, বিবেকচেতনা এবং সুভাষ উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব ও ক্রীড়া দপ্তর এই উৎসবগুলির আয়োজন করত। প্রসঙ্গত গত দুবছর করোনাকালে ছাত্র যুব উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। কোভিড ব্যাকফুটে চলে যেতেই রাজ্যের ছাত্রযুবরা আশা করেছিল এবছর হয়তো আড়ম্বরে ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। মূলত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রথমে ব্লক স্তর, তারপর জেলা এবং শেষে রাজ্যস্তরে এই প্রতিযোগিতা শেষ হয়। গান, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বাঁশি, নাটক, নৃত্য, বক্তৃতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-যুবরা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। কিন্তু এবছর সম্পূর্ণভাবে উৎসব বন্ধ হওয়ায় ছাত্র যুবরা কার্যত হতাশ।

প্রতিবছর ব্লক স্তরে ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মদিনে বিবেক চেতনা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সেখানে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নিয়ে ছাত্র-যুবরা র‍্যালি করত। সেমিনার, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হত। যোগব্যায়াম প্রদর্শনী হত। এবছর ব্লক স্তরে বিবেকচেতনা উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। রাজ্য স্তরে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। কিন্তু সেখানে কোনও প্রতিযোগিতা হয়নি। আগামী ২৩ জানুয়ারি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। ঐ দিন রাজ্য জুড়ে ব্লক স্তরে সুভাষ উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সূত্রের খবর তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওই উৎসবেও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সেমিনার হতো।

জেলা যুব দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, আমাদের কাছে উৎসব করার কোনো অর্ডার আসেনি। কারণ কী? তার উত্তরে তিনি বলেন, আমি কিছু বলতে পারবো না। তবে কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসা ছাত্র যুব উৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছেন। ব্লকের এক যুব আধিকারিক জানান, অনেকেই আমাকে ফোন করেছেন, কেন বন্ধ হল ছাত্র যুব উৎসব? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। ছাত্র-যুব উৎসব আমাদের দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম। উৎসব বন্ধ হওয়ায় আমরাও হতাশ।

হতাশ যুবসমাজ

তথ্যচিত্রের উদ্যোগঃ বছর ঘুরে ফের কেতুগ্রামে নোবেলজয়ী

দেবাশিস রায়

বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প নিয়ে গবেষণা সহ একটি তথ্যচিত্র তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন বিশ্ববন্দিত অর্থনীতিবিদ নোবেলজয়ী ডঃ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।এই উদ্দেশ্যেই তিনি আরও একবার কেতুগ্রামে তাঁতের আঁতুরঘরে ঘুরে গেলেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকের মুচগ্রাম গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেণীনগরের মাটিতে গত ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে দ্বিতীয়বার এই নোবেলজয়ীর পা পড়ল। তিনি গতবছরের মতো এবারও বেণীনগরের তাঁত শিল্পী তথা ব্যবসায়ী রঘুনাথ সিনহার বাড়িতে গিয়ে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের হালচাল, খুঁটিনাটি ফের পর্যবেক্ষণ করলেন। নোবেলজয়ীর সঙ্গে সেবারের মতো এবারও একাধিক বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন। এদিন ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁত শিল্পের যাবতীয় কাজকর্ম দীর্ঘক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। সুতো কাটা থেকে শুরু করে চরকা ও ড্রামে সুতো গুটানো, ডিজাইন তোলা, কাপড় বোনা প্রভৃতি প্রতিটি প্রসেসিং পর্যবেক্ষণ সহ তথ্য সংগ্রহ করেন। তারপর তিনি সকলকে নিয়ে সেখানে মধ্যাহ্নভোজ সেরে ফিরে যান।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গতবার বেণীনগরের পাশাপাশি কাটোয়ার ঘোড়ানাশ-মুস্থলীতেও গিয়ে

তাঁতশিল্পের খোঁজখবর নিয়েছিলেন। গতবার এই দুই জায়গাতেই বিশ্ববন্দিত নোবেলজয়ীকে একবার সামনে থেকে দেখার জন্য তাঁতশিল্পীদের পাশাপাশি সাধারণ গ্রামবাসীদের ব্যাপক উৎসাহ ছিল। মাটির মানুষগুলোর কাছ থেকে প্রগাঢ় ভালোবাসায় স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ফের যখন বেণীনগরের মাটিতে এদিন পা' দিলেন তখন তাঁকে ঘিরে গ্রামবাসীদের মধ্যে আরও একবার আগ্রহের পারদ চড়তে থাকল। অবিভক্ত বঙ্গদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাস অনেক পুরনো।ঢাকাই মসলিন, ঢাকাই জামদানী, টাঙ্গাইল, বিষ্ণুপুরী বালুচরী, বেগমপুরী, শান্তিপুরী, ধনেখালি, গঙ্গারামপুরী এবং আরও কতশত জগদ্বিখ্যাত শাড়ির সমাহার এই বঙ্গদেশের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যকে উচ্চ শিখরে তুলে ধরেছে। কালের গতিতে আধুনিকতাকে হয়তো আঁকড়ে ধরতে হয়েছে কিন্তু, বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই তাঁতশিল্পের এখনও বিশ্বব্যাপী যথেষ্টই কদর রয়েছে। তাই তো বিশ্ববন্দিত ডঃ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিল্প আকড়ের সন্ধানে বারংবার কেতুগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় ছুটে আসেন। মাটির গন্ধ গায়ে মেখে সকলের সঙ্গে দু'দণ্ড কাটিয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে আপন করে নিতে চান।

কেতুগ্রামের অট্টহাসে অন্যতম প্রধান সতীপীঠ অবস্থিত।এই তীর্থস্থানের একপ্রান্তে প্রাচীন জনপদ নিরোলগ্রামের তাঁতশিল্পের কথা একসময় মানুষের মুখে মুখে ফিরত। বিশেষ করে নিরোলের গামছার কদরই ছিল আলাদারকম। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার গামছার পাশাপাশি নিরোলের গামছাও সমানে পাল্লা দিত। সেই নিরোলগ্রামের অদূরেই অবস্থিত বেণীনগর গ্রামের নাম তাঁতশিল্পের হাত ধরে এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কানে পৌঁছে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেণীনগরের বাসিন্দা রঘুনাথ সিনহা দীর্ঘদিন ধরে তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

হাসিমারাতে শিশুদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাসিমারাতে সুভাষিনী টি টেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় দেখা করলেন ছোট ছোট শিশুদের সাথে। তাদের ঠিকমত খাওয়া হচ্ছে না সেই সম্পর্কে খোজ নিলেন তাদের পরিবারের সাথে। তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন হাসিমাড়া টি স্টেটের সমস্ত চা শ্রমিকেরা। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে তুলে দিলেন চকলেট এবং বিস্কুট। মুখ্যমন্ত্রী বাচ্চাদের বললেন ঠিকমত পড়াশোনা করতে। যে যে ভালো করে পড়াশোনা করবে তাদের তিনি প্রাইজ দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী বাচ্চাদের মায়েদের বললেন তাদের ছেলেমেয়েদের মন দিয়ে পড়াশোনা করাতে। তার অফিসের আধিকারিকদের নির্দেশ দিলেন কে কিভাবে পড়ছে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে। কে কে পড়ছে কার কার অসুবিধা হচ্ছে, কাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই,যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তাদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে সময় কাটান অনেকক্ষন। তাদের বোঝান মুখ্যমন্ত্রী মন দিয়ে পড়াশোনা করতে। মুখ্যমন্ত্রী হাসিমাড়া টি স্টেটের বিভিন্ন চা শ্রমিকদের সাথে অনেকক্ষন কথা বলেন। চা শ্রমিকদের বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন শ্রমিকদের সাথে।

রোহিণীর লেকে বোটিং করার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং যাওয়ার পথে একটি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম, নাম রোহিনী। এই গ্রামে রয়েছে একটি হ্রদ, যা রোহিনী লেক বলে পরিচিত। এবার থেকে এই লেকে বোটিং করার সুবিধা পাবেন পর্যটকরা। এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র মিরিক লেকে বোটিং করতে পারতেন পর্যটকরা। রোহিণী লেকে বোটিং চালু হওয়ার পর থেকে পর্যটকদের সমাগম অনেকটাই বেড়ে গেছে।

২০০৪ সালে গোর্খা হিল সুপ্রিমো সুভাষ ঘিসিং এই লেকের উদ্বোধন করেছিলেন। এক সময় এই লেকে সাপের উপদ্রব ছিল, পার্শ্ববর্তী জঙ্গলেও ভরে থাকতো সাপ। তবে এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, লেকের সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া কার্শিয়াং থেকে রোহিণী পর্যন্ত রোপওয়ে চালু করা হয়েছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। দূর্দান্ত সুন্দর এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম, একদিকে রয়েছে খাদ অপরদিকে পাহাড়ের গায়ে চা বাগান। আর ঠিক মাঝখানে সুন্দর লেক, যেখানে মনের আনন্দে বোটিং করতে পারবেন পর্যটকরা। শহর শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব মাত্র ২১ কিলোমিটার। আপাতত ছয়টি প্যাডেল বোট নামানো হয়েছে। বোট গুলিতে একসঙ্গে চারজন বসতে পারবেন। ভাড়া মাথা পিছু ৫০ টাকা।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু সেনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরবঙ্গের অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। এদিন সকালে একটি বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক সেনা জওয়ানের। ঘটনাকে ঘিরে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর এনজিপি রেলস্টেশন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। প্রতিদিনের মতো আজও শিলিগুড়িতে সকাল ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন, বেশিরভাগ ট্রেন নির্ধারিত সময় থেকে দেরিতে চলছে। নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সেনাবাহিনীর একটি স্পেশাল ট্রেন এসে দাঁড়ায়। ওই ট্রেনের একজন সেনা জাওয়ান জলের ট্যাঙ্কার জল ভরতে গেলে ওভারহেডের তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হন, মৃত্যু হয় ওই সেনা জওয়ানের। এছাড়া ৪ সেনা জাওয়ান আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত সেনা জওয়ানদের দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ব্যাঙ্কডুবি সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেনাবাহিনীর ট্রেন বিন্নাগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে পোশ্বানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ফের ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের ছিনতাই শিলিগুড়িতে। হতভাগ্য যুবকের নাম ঋজু রায়। তিনি ডিটিএইচ কর্মী। রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ভরেশ মোড় এলাকায় গাড়ি থামিয়ে শৌচকর্ম করতে যান। অভিযোগ, সেইসময়ই কয়েকজন দুষ্কৃতি তার গাড়ি ভাঙচুর করে এবং টাকার দাবি করে। এরপর টাকা দিতে না চাইলে হকি স্টিক ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে যুবককে মারধর করে বলে অভিযোগ। যুবকটির রাখা ২৭ হাজার ৩০০ টাকা এবং একটি মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতিরা। ঘটনার পর যুবককে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়।চিকিৎসা করার পর রাতেই গোটা ঘটনা নিয়ে সঞ্জয় দাস সহ আরও দুজনের নামে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ঋজু রায়।

ঠান্ডায় কাঁপছে পাহাড় থেকে সমতল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঠান্ডায় কাঁপছে পাহাড়, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক সবখানে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ নিম্নমুখী। কিছুদিন ধরে সূর্যের দেখা মেলেনি। এদিন সকালে দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ছিল ৫ ডিগ্রি। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর বিকেলের পরে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। একইভাবে আরেক পাহাড়ি শহর কর্শিয়াংয়ে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। এদিন সকালে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ ডিগ্রি। কালিম্পংও বুধবার সকালে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে। তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ ডিগ্রি। উষ্ণতার খোঁজে অনেককে দিনের বেলাতে রাস্তার ধারে আগুন পোহাতে দেখা গিয়েছে। অনেকে আবার শরীর গরম করবার জন্য চায়ের দোকানে ভিড় জমিয়েছেন। একইভাবে উত্তরবঙ্গের সমতল শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ আরো অন্যান্য শহরগুলিতে ব্যাপক ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার। বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে উল্লেখ্য শহর দুটিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশের নিচে ঘোরাঘুরি করছে। শিলিগুড়িতেও মকর সংক্রান্তির সময় থেকেই ঠান্ডার দাপট বেড়েছে। সকাল ও রাতের দিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে শহর। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি থেকে ১২ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সন্ধ্যা হলেই দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাট গুলি জনমানব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। সকালে রোদের দেখা মিললেও সেরকম রোদের তেজ অনুভূত হচ্ছে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি, ২০২৩

মেষ রাশি : অন্যের উপর রূঢ় আচরণ না করাই শ্রেয়। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমা নিস্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় উন্নতিতে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

প্রতিকার : কুকুর পালন করুন।

বৃষ রাশি : চাকরী ক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। তীর্থ ক্ষেত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। ধর্মে–কর্মে আগ্রহী। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। মান সম্মান বৃদ্ধি এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা। অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গরুকে খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। আর্থিক কষ্টের কিছুটা সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরী ক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার বা বদলির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : যে কোনো মাদক দ্রব্য থেকে বিরত থাকুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব এবং পদোন্নতিতে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। মামলা–মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সফলতা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনেদের সঙ্গে সুষ্ঠ সফলতার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান শিবের পঞ্চামৃত অভিষেক করুন

সিংহ রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবা মূলক কর্মে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। গুরুজনদের নিকট থেকে কোনও উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কাঁচা কয়লা সন্ধেবেলা জলে নিক্ষেপ করুন।

কন্যা রাশি : কোনো কার্যোদ্ধারে বিপত্তি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। রক্তচাপে হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সন্তানের কৃতিত্বে ঘরে খুশির বাতাবরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশ। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : ওম নমো ভাগবতে রুদ্রায় নম ১৬ বার পাঠ করুন।

তুলা রাশি : নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য স্বজনবর্গের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : বয়োজোষ্ঠদের সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে দূরে বদলির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা বস্ত্র পরিধান করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা–মোকদ্দমা বা ঝামেলায় জড়াতে পারেন। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

মকর রাশি : মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ পেতে পারেন। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : আপনার কাজের টেবিল পরিষ্কার রাখুন।

কুম্ভ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। স্বজনের থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি। গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নৃত্য–গীতাদির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক ব্যয়বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : 'ওম শ্রীম শ্রীম সা কেতাবে নম' ১৮ বার জপ করুন।

মীন রাশি : চাকরির ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আগের তুলনায় স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসার প্রসারতা ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার দ্বারা কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ।

প্রতিকার : পোষা কুকুরের যত্ন নিন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।
ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি
খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।
যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি
চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

কাজের খবর

জীবনবিমায় ৩০০ অফিসার

ভারতীয় জীবনবিমা নিগম 'অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (জেনারেলিস্ট)' পদে ৩০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স : বয়স হতে হবে ১–১–২০২৩'র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম তারিখ হতে হবে ২–১৯৯৩ থেকে ১–১–২০০২'এর মধ্যে। ও বি সি, সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও বি সি হলে ১৩) বছর, জীবনবিমায় কর্মরতরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৫৩,৬০০–১,০২,০৯০ টাকা। শুরুতে মোট মাসনে মাসে প্রায় ৯২,৮৭০ টাকা। এছাড়াল অন্যান্য ভাতা পাবেন।

শূন্যপদ : ৩০০টি (জেনাঃ ১১২, ও বি সি ৮৪, তঃ জাঃ ৫০, তঃ উঃ জাঃ ২৭, ই. ডব্লু. এস ২৭)। এর মধ্যে অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৫, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৪, বধির ৬। মোট শূন্যপদের মধ্যে ব্যাকলগ শূন্যপদ ২৩টি। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশন, যা ২ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি : প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ১৭ ও ২০ ফেব্রুয়ারি (সফল হলে মেন পরীক্ষা)। পরীক্ষা হবে কলকাতা, গ্রেটার কলকাতা, আগরতলা, জিরানিয়া, গ্যাংটক, ভুবনেশ্বর, আইজল, শিলং, পাটনা, জোড়হাট, শিলচর, গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়।

প্রিলিমিনারি পরীয় ৭০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : (১) রিজনিং এবিলিটি ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (২) কোয়ন্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট–এর ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন (৩) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১ ঘন্টা।

এরপর মেন পরীক্ষা হবে ১৮ মার্চ। এই পরীক্ষায় ৩০০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে, এই ৪টি বিষয়ে (১) রিজনিং এবিলিটি–৯০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১ ঘন্টা।

এরপর মেন পরীক্ষা হবে ১৮ মার্চ। এই পরীক্ষায় ৩০০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে, এই ৪টি বিষয়য় (১) রিজনিং এবিলিটি–৯০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন (২) জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স– ৬০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৩) ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন– ৯০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন (৪) ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল মার্কেটিং অ্যাওয়ারনেস– ৬০নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা।

এছাড়াও ৩০ মিনিটের ২৫ নম্বরের দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে ইংরিজি ল্যাঙ্গোয়েজ (চিঠি লেখা ও প্রবন্ধ লেখা বিষয়ে)।

অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ৪ ভাগের ১ ভাগ নম্বর কাটা হবে। প্রতিটি পার্টে পাশ নম্বর পেতে হবে ও মোট কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। তফশিলীরা প্রি–এক্সামিশেন ট্রেনিং নিতে পারবেন। এজন্য জীবনবিমা নিগমের ডিভিশনাল অফিসে নাম নথিভুক্ত করবেন।

দরখাস্ত করার পদ্ধতি দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : http://www.licindia.in/careers.htm এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথমে ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও নিচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন : 'I.... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form a correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.' প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৭০০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীহলে ৮৫) টাকা ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার, মায়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং আই এম পি এস, ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটে জমা নেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর 'ই রিসিপ্টের' প্রিন্ট করে নেবেন। টাকা জমা দেবেন নাম রেজিস্ট্রেশন করার অন্তত ২ দিন পর। টাকা জমা নেওয়া হবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

রেল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা কোর্স

ইনস্টিটিউট অফ রেল ট্রান্সপোর্ট অনলাইনে ৪টি ডিপ্লোমা কোর্সে ভরতি নিচ্ছে। (১) ট্রান্সপোর্ট ইকনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, (২) মাল্টিন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট (কন্টিনেরাইজেশন) অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট (৩) রেল ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ও (৪) পোর্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। প্রথম ৩টি কোর্সের ফি ৮ হাজার টাকা ও শেষ কোর্সটির ফি ১০ হাজার টাকা।যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে যে কোনো শাখায় ডিগ্রি কোর্স পাশ বা ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ প্রার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। সরকারি কর্মী/আর্মড সার্ভিস পার্সোন্যাল (কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্তরা) সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল পাশ ও সেইসঙ্গে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাইয়ের পাশাপাশি কলকাতাতেও পরীক্ষার কেন্দ্র আছে। হাতে হাতে ১৫০ টাকা বিনিময়ে ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস পাবেন। ডাকযোগে নিতে চাইলে ২০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠাতে হবে 'ইনস্টিটিউট অফ রেল ট্রান্সপোর্ট'এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'নিউ দিল্লি'। ডিমান্ড ড্রাফটের পেছনে প্রার্থীর নাম, পুরো ঠিকানা বড়ো হাতে স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে। এছাড়াও প্রস্পেক্টাস ও ফর্ম পাওয়া যাবে অনলাইনে, এই ওয়েবসাইটে : www.irt.indianrailways.gov.in দরখাস্ত পূরণ করে জমা দিতে ৩১ মার্চের মধ্যে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৫,৪৫০ অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি

৩৮টি অস্ত্র তৈরির কারখানায়

কেন্দ্রিয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ৩৮টি অস্ত্র তৈরির করখানা 'ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৫,৪৫০ জন ছেলেমেয়েকে ট্রেনিং দিচ্ছে। এটি ৫৭তম ব্যাচের ট্রেনিং। এবার প্রার্থী বাছাস করবে যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অঙ্ক ও বিজ্ঞান অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এই দুই বিষয়ের প্রতিটিতে ৪০% ও মাধ্যমিকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে 'নন–আই টি আই ক্যাটেগরি' হিসেবে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১,৯৩৬টি।

মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা এন সি ভি টি বা এস সি ভি টি'র স্বীকৃত আই টি আই থেকে যে কোনো একটি ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে 'আই টি আই ক্যাটেগরি' হিসাবে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ : ৩,৫১৪টি।

বয়স : সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। আই টি আই থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যত বছরের কোর্স পড়েছেন তত বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। কোনোরকম দৈহিক ত্রুটি থাকলে আবদেন করবেন না। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৩ বছর বা, ট্রেড অনুযায়ী ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন প্রথম বছর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অদক্ষ কর্মীর ন্যূনতম বেতনের ৭০%। দ্বিতীয় বছর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অদক্ষ কর্মীর ন্যূনতম বেতনের ৮০%। তৃতীয় বছর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অদক্ষ কর্মীর ন্যূনতম বেতনের ৯০%। এই স্টাইপেন্ড নিলে অন্য কোনো স্টাইপেন্ড পাবেন না। বিজ্ঞপ্তি নং : CBC 10201/12/0016/2223. EN 42/96.

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৯৫ সালের ডি এ আইনানুযায়ী এই ট্রেনিং দেওয়া হবে। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু সীট সংরক্ষিত। ট্রেনিংয়ের সফল হলে চাকরি হতে পারে। তবে চাকরি দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়। হস্টেল নেই। ট্রেনিং চলার সময় ডাক্তারি খরচ পাবেন। প্রর্থী বাছাই পদ্ধতি : প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। এক্স আইটি আই প্রার্থীদের বেলায় মাধ্যমিক ও আইটি আই কোর্সে পাওয়া নম্বর দেখে তালিকা তৈরি হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। পরীক্ষা নেবে অধিনস্ত ফ্যাক্টরি বোর্ড।

দরখাস্ত করার পদ্ধতি : দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, এই ওয়েবসাইটে : http://www.yantraindia.co.in অনলাইনে দরখাস্ত করতে পারবেন জানুয়ারি মাসের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে। কবে থেকে অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে, কোন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ক'টি শূন্যপদ ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে। যাঁরা অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের জন্য www.apprenticeship.gov.in এই ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করেছেন, তাঁদের বেলায় নতুন করে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : http://www.yantraindia.co.in

TENDER NOTICE
CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT
BUDGE BUDGE II, SOUTH 24 PARGANAS

NIT No. - Chak/13/2023 Date - 19/01/2023

Sl. No.	Name of the scheme	Amount	Fund	Activity Code
1	Maintenance of tube well (1st quarter 2022-2023	95000/-	15th FC 2022-2023	56348320
2	Maintenance of tube well (2nd quarter 2022-2023	95000/-	15th FC 2022-2023	56348320

Value of Tender Form - Rs. 250/-
Last date of submission tender Form - 02/02/2023 (3.00 pm)
Opening date - 02/02/2023 (3.30 pm)

শব্দবার্তা ২৩৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। খাল ৩। আঘাত বা বধ কারে যে, হত্যাকারী ৫। পান্না ৬। সংগীতের লয় ৭। গণেশ ৯। অজুহাত, ছুতো ১২। সম্মিলিত ভোজন ১৩। পাকামিতে পটু ১৪। ইশারা ১৫। ব্যাঙ্কের সিন্দুক।

উপর–নীচ

১। উত্তমকুমার অভিনিত এক ছায়াছবি ২। রোজার মাস ৩। আঘাত, ঘা ৪। পদ্মফুল ৬। '— সৈকত বারি বিন্দু সম' ৮। বড় জলযান ১০। ভবিষৎ ১১। চন্দ্র, চাঁদ ১২। ভোরবেলার গান ১৩। কর।

সমাধান : ২৩২

পাশাপাশি :১। সমাজ ৪। মহিমা ৫। পরাৎপর ৬। রমজান ১১। হীরক ১২। কলন

উপর–নীচ : ১। সমাপণ ২। জগৎ ৬। রণতরঙ্গ ৭। অন্নহীন ৮। দাম্ভিক ১০। বার্ষিক

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

হাসপাতালে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চত্বরেই বারুইপুর মাদারহাট এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি কৃষ্ণেন্দু মন্ডলকে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসেরই কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ দের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ সোমবার রাত্রিতে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় হাসপাতাল চত্বরেই কৃষ্ণেন্দুর উপর আগ্নেয়াস্ত্র সহ কয়েকজন বাইক নিয়ে এসে হামলা চালায় । মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে বেধড়ক মারধোর করা হয়। মাথায় গুরুতর চোট পায় কৃষ্ণেন্দু। হাসপাতাল চত্বরে মানুষজন জড়ো হলে সেখান থেকে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে । ঘটনায় কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ দের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড় ধরনের সাফল্য পেলো জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোষা ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দুরাউন্ড কার্তুজ সহ এক যুবক কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম হাসান মোল্লা। বাড়ি কুলতলি থানার অন্তর্গত কীর্তনখোলা এলাকায়। সুত্রের খবর রবিবার জনবহুল ধোষা বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল এক যুবক। খবর পৌঁছে যায় ধোষা পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়েই পুলিশ জনবহুল বাজার এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক। কি কারনে প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল বাজার এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল ওই যুবক সে বিষয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে ধোষা পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। পাশাপাশি কোথায় থেকে কি উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছে বা ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক মহিলাকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ি লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃত মহিলার নাম আল্পনা দেবনাথ। বয়স আনুমানিক ৫০। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা থানার পাতিবুনিয়ার দ্বিতীয়ঘেরী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোরে আল্পনা দেবনাথকে নিজের বাড়ির গোয়াল ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান আল্পনা দেবনাথের বড় পুত্রবধূ। এরপরই তিনি চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে আল্পনা দেবনাথকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় নামখানা থানায়। নামখানা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আল্পনা দেবনাথকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করে দ্বারিক নগর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরই নামখানা থানার পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান।

তবে মৃতার বাবার বাড়ির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় তাদের মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতার বাবার বাড়ির আরও অভিযোগ বিয়ের পর থেকে প্রায়শই পণের দাবিতে মৃতাকে নির্যাতন করতো মৃতার স্বামী। এমনকি এনিয়ে কয়েকবার সালিশী সভাও বসে। ঘটনার দিন মৃতার ওপর নির্যাতন চালায় এবং মৃতাকে মেরে ঝুলিয়ে দেয় এমনটাই অভিযোগ করেছে বাবার বাড়ির লোকজন। এ বিষয়ে নামখানা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার বাবার বাড়ির লোকজন। লিখিত অভিযোগ পেয়েই নামখানা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে নেমে মৃতার স্বামী দিলীপ দেবনাথ সহ শ্বশুর, শাশুড়িকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার দিন ধৃতদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

অমিত মন্ডল : নদী থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা এলাকার ফিশিং হারবার এর কাছে। ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এডওয়ার্ড ক্রিক নদীতে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। এফআইবি বোট নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ কর্মীরা ওই মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তবে ওই ব্যক্তির কোন পরিচয় জানা যায়নি। মৃত ওই ব্যক্তি বয়স আনুমানিক ষাট বছরের কাছাকাছি।স্থানীয় বাসিন্দারাও জানান ওই ব্যক্তিকে তারা কোনদিন ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায় দেখেননি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ফ্রেজারগঞ্জের পশ্চিম অমরাবতী এলাকায় মৎস্যজীবীদের যে খুঁটি বাঁধা শুঁটকি হয়, সেখানেই হয়তো ওই বৃদ্ধ কাজ করতে এসেছিলেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে প্রথমে দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে মৃতদেহ পাঠানো হয়। পুলিশ ওই বৃদ্ধের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি কিভাবে ওই বৃদ্ধ ওখানে এলো এবং কিভাবে মৃত্যু হল, তার তদন্ত শুরু করেছে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।

বাড়ি ফেরালো হ্যামরেডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : হারিয়ে যাওয়া তিন পূর্ণার্থী কে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরালো ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিও। দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা ভিড় জমিয়েছিলেন পুণ্য লাভের আশায়।তেমই পুণ্য লাভের আশায় মেলায় হাজির হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের বারাবাকি জেলার রামসনেহিঘাট থানার অন্তর্গত সকতপুর গ্রামের মহিলা মুর্খা,গোলাভ জেলার মতিগঞ্জ থানার দুলেপুরিয়া গ্রামের নওলা দেবী ও বিহারের শিওহার জেলার দাইওরা থানার অন্তর্গত কোয়ারিছোটকি গ্রামের মিসরিলাল সাহা হারিয়ে গিয়েছিলেন মেলা প্রাঙ্গনে। উল্লেখ্য পুণ্যলাভ,একরাশ আনন্দ, আবার মহামানবের মহামিলনের স্থলের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ের মধ্যে প্রিয়জন হারানোর বেদনাও কম নয়।তাদেরকে মেলাতেই প্রশাসন ও হ্যাম রেডিওর কাছে একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। মেলার বিভিন্ন প্রান্তে পথহারাদের মিলিয়ে দিতেই সামাজিক সংগঠনগুলি প্রশাসনের সঙ্গে উদ্যোগী হয় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় সাগর অস্থায়ী হাসপাতালে। মেলা শেষে তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয় মেলাতলায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে।এমনিতেই তাদের অনেক বয়স তার উপর প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। কেউ আবার মানসিক ভারসাম্যহীন হারিয়ে বাড়ির ঠিকানা, প্রিয়জন নে করতে পারছেন না। অপলকদৃষ্টিতে রয়েছেন তাকিয়ে। নিজের স্বামীর নামই বলতে চাইছেন না। কারণ পুণ্যলাভের জায়গায় তাঁদের যদি পাপ হয়! হারিয়ে যাওয়া, পথভোলা মানুষগুলিকে প্রিয়জনের কাছে ফেরানো এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। মেলায় কাজ করা সমস্ত সংগঠনগুলি ফিরে গিয়েছে তাদের ঘরে।কিন্তু হ্যামরেডিও সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো কাজ করে চলেছে। এমনই তিনজন মানুষকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সদস্য দিবস মণ্ডল ও সাগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার সুরেশ চন্দ্র সিংহ।

আজও হলো না পাকা রাস্তা

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০ বছর ধরে পড়ে রয়েছে এই মাটির রাস্তাটি। গোপালপুরের বাসিন্দা আমির আলী জমাদার বলেন, বামফ্রন্টের সময়ে নেতা মন্ত্রীদের পর্যন্ত বলেও কাজ হলো না। বর্তমান প্রধান নন্দ কিশোর বাবুর কাছে আমরা সবাই বলেছিলাম এই জনবহুল রাস্তায় একটু ইট পেতে দাও, তাও দিল না। দুই প্রান্তে দুটি হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব অসহায় অবস্থায় যাওয়া আসা করে এই ৫ কিলোমিটার লম্বা রাস্তা দিয়ে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবছর ভোট বয়কট করার ডাক দেব। এই পঞ্চায়েতেরই আমতলা মতিরাম হাই স্কুল থেকে কচুয়া স্কুল মাঠ পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থাও খুবই জরাজীর্ণ। আমতলা গ্রামের বাসিন্দা আলমগীর আখন বলেন, এই রাস্তাটা অনেকদিন ধরেই পড়ে আছে এরকম ইটভাঙ্গা অবস্থা প্রায় ৫০ বছর। অথচ কোন প্রশাসনের গুরুত্ব নেই। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে আসা-যাওয়া করে তা ভাবা যায় না। ভোট আসলে একটু হেলদোল হয়, তারপরে আর কিছু হয় না। কচুয়ার বাসিন্দা ইলিয়াস মোল্লা হতাশার সুরে বলেন, এ রাস্তার কাজ মনে হচ্ছে আর হবেনা। প্রধান নন্দকিশোর সরদার বলেন আমাদের ফান্ডে কোন টাকা নেই আমরা কোথেকে এই রাস্তা করব যদি টাকা ঢোকে তাহলে এই রাস্তায় আমরা ডাবল সিলিং পাতার ব্যবস্থা করে দেব।

কোথায় মশার বংশবিস্তার রিপোর্ট জমা ৫০ পুরসভাকে দিতে বলল সুডা

প্রিয় মুখার্জী : গত বছর রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণের বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কোথাও কোথাও বহু চেষ্টাতেও রাশ টানা যায়নি সংক্রমণে। এবার তাই অনেক আগে থেকে কোমর বেঁধে নেমেছে রাজ্য সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে কলকাতা সংলগ্ন চার জেলার ৫০টি পুরসভাকে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধের 'মাইক্রোপ্ল্যান' জমা দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মশার বংশবিস্তার ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট পুরসভা কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে, নজরদারি কেমনভাবে চালাচ্ছে–এসব খুঁটিনাটি পরিকল্পনা জানাতে হবে। গত বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রায় ৭৪ শতাংশই শহরগুলির বিভিন্ন এলাকার ছিল। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ময়দানে নামাতে তৎপর হয় সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আওতাধীন সংস্থা সুডা-র (স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) তরফে পুরসভাগুলির চেয়ারপার্সন বা কমিশনারকে নির্দেশিকা পাঠিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে। কোন কোন বিষয় রিপোর্টে নথিভুক্ত করতে হবে, তা বিস্তারিত বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। যেমন, মশার বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে বা মশাবাহিত রোগ ছড়ানোর কারণ হতে পারে, এরকম জায়গাগুলিকে প্রথমে চিহ্নিত করবে পুরসভা। এরপর জায়গাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার 'মাইক্রোপ্ল্যান' তৈরি করবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিটি। পুরসভার পরিচালকরা ওই পরিকল্পনায় অনুমোদন দিলে তা চলে যাবে মহকুমা স্তরে। সার্বিক পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। তারপর ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পুরসভাগুলি যাবতীয় পরিকল্পনা রিপোর্ট আকারে জমা করবে সুডায়। এই প্রক্রিয়ার কিছু কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।সুডার এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, প্রশাসনের সমস্ত স্তরে সুসংহত পরিকল্পনা করে ডেঙ্গু মোকাবিলায় এগোতে চাইছে সরকার। কোনও গাফিলতির জায়গা যাতে না থাকে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে বছরের গোড়া থেকে সক্রিয়। হাওড়া, বালি, উলুবেড়িয়া, আরামবাগ, বৈদ্যবাটি, বাঁশবেড়িয়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, চন্দননগর, ডানকুনি, হুগলি-চুঁচুড়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, উত্তরপাড়া-কোতরং, অশোকনগর-কল্যাণগড়, বাদুড়িয়া, বরানগর, বারাসত, বারাকপুর, বসিরহাট, ভাটপাড়া, বিধাননগর, বনগাঁ, দমদম, গাড়ুলিয়া, গোবরডাঙা, হাবড়া, হালিশহর, কামারহাটি, কাঁচরাপাড়া, খড়দহ, মধ্যমগ্রাম, নৈহাটি, নিউ বারাকপুর, এনকেডিএ (নোটিফায়েড এরিয়া), উত্তর বারাকপুর, উত্তর দমদম, পানিহাটি, দক্ষিণ দমদম, টাকি, টিটাগড়, বারুইপুর, বজবজ, ডায়মন্ডহারবার, জয়নগর-মজিলপুর, মহেশতলা, পুজালি, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভাকে দিতে হবে এই রিপোর্ট। সুডা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটিকে এলাকার নালা-নর্দমা, ফাঁকা জমিতে মশার লার্ভা বাড়ছে কি না সেদিকে বাড়তি নজর দিতে হবে। নিয়মিত আবর্জনা সাফাই না হওয়া, ফাঁকা জমিতে আগাছার জঙ্গল, অপরিষ্কার নর্দমার মতো ভুরিভুরি অভিযোগ ওঠে পুরসভাগুলির বিরুদ্ধে। সেদিকেও বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে।

ডিজিটাল ভারতেও অটুট গঙ্গাসাগরের মহাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় সমাজে মকর সংক্রান্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সারা ভারত জুড়ে পালিত হয় মকর সংক্রান্তির গঙ্গাস্নান, পুজো অর্চনা, পিঠে পার্বণ। উচ্চ বর্ণ থেকে আদিবাসী কেউই বাদ নেই মকর সংক্রান্তি পালনে। আদিবাসীদের টুসু উৎসব তো আজ ভারত বিখ্যাত। এই দিন সূর্যদেব মকর রাশিতে প্রবেশ করেন এবং নেতিবাচক রাত কমতে থাকে এই দিন থেকে। বাড়তে থাকে ইতিবাচক দিন। এই দিন থেকেই ভারতে সূচনা হয় ফসল কাটা ও বপনের।

এরই মাঝে গঙ্গাসাগরের সাগরসঙ্গম আসে এক অন্য মাহাত্ম্য নিয়ে এই দিনেই ভগীরথ অনেক তপস্যার মধ্যে দিয়ে স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে। মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁর ষাট হাজার পূর্বপুরুষ। মহামতী ভগবান কপিলের আশ্রম গঙ্গাসাগরকে করে তুলেছে মকর সংক্রান্তির এক অভূতপূর্ব পুণ্যভূমি। এহেন গঙ্গাসাগরের আকর্ষণ ভারতবাসীর কাছে এই স্মার্ট ফোন, ডিজিটাল দুনিয়ার পাশাপাশি আজও অটুট। প্রমাণ করলো দু বছরের কোভিড বেড়াজাল টপকে এবারে গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের রেকর্ড উপস্থিতি। ইয়াসের ঝড়ে সাগর সঙ্গমের বালুচর কমে গেলেও পুণ্য স্নানের আকুতি এতোটুকুও কমেনি ভারতবাসীর মনে। মাহেন্দ্রক্ষণের ভরা জোয়ারে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পুণ্যস্নানের ভিড় সেকথাই প্রমাণ করে দিল ১৫ জানুয়ারি ভোর রাতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে এলেন এই পবিত্র জলে এতটুকু ছোঁওয়া পেতে।

তবে এই রেকর্ড ভিড় সামলাতে কি আজও প্রশাসন সাবালক হয়েছে? প্রশ্নটা রয়েই যায় এবারে গঙ্গাসাগরের স্বতঃস্ফূর্ততায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘন কুয়াশার জাল। লট-৮ ঘাট থেকে বেশ কয়েকটি লঞ্চ ও ভেসেল পথ হারিয়ে ফেলেছিল যাত্রী সমেত। দেখা গেল লট-৮, কচুবেড়িয়া, চেমাগুড়ি, সাগরের রাস্তায় রাস্তায় খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হচ্ছে অগণিত তীর্থযাত্রীকে। কারণ ভেসেল চলছে না, বাস এগুচ্ছে না। এবার কেন এমন হলো? স্থানীয় এক বাসিন্দা জানালেন, একে ঘন কুয়াশা তার ওপর ভি ভি গিরি, জাকির হোসেন, রাজা গোপালাচারির মতো বৃহৎ বার্জের অনুপস্থিতি। এই দুই সাঁড়াশি চাপে আটকে গিয়েছে প্রশাসন। আগে এই বার্জগুলি দু-চারবার পারাপার করলেই ঘাট ফাঁকা হয়ে যেতো এবার তা করতে হয়েছে ছোট বার্জে। বড়ো বার্জের অনুপস্থিতির খবর আগে থেকে জানলেও জেলা প্রশাসন কেন বিকল্প ব্যবস্থা করল না তার অবশ্য কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। পুলিশী তৎপরতার অভাবে ঘটে গিয়েছে দু-একটি দুর্ঘটনা। তবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারতসেবাশ্রম, এবং সিভিল ডিফেন্সের ভূমিকা এবারের মেলায় প্রশংসনীয়। রাজ্য সরকার এই মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে কেন্দ্রের কাছে। কিন্তু তার আগে বিপুল ভিড় সামলানোর সুকৌশল আয়ত্ত করা দরকার রাজ্যের পরিচালকদের। সাজানো গোজানো, ভিআইপির ঝা চকচকে উপস্থিতি মেগা উদ্বোধন, তনুশ্রী শঙ্করের ব্যালে, গঙ্গা মহা আরতির আয়োজন এবারের মেলাকে আকর্ষণীয় করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু পুণ্যার্থীদের কাছে কতটা কার্যকরী হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই গেল। যুগ যুগ ধরে এই মেলায় জেল প্রশাসন থাকুক বা না থাকুক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আসুক বা না আসুক তীর্থযাত্রীরা এই পুণ্যভূমির স্পর্শ পেতে এবং সাগর সংগমে স্নান করতে আসবেনই। তাঁদের সুষ্ঠ পরিষেবা দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অভিষেকের গড়ে নৌশাদের সভা

অরিজিৎ মন্ডল : রাজ্যে গণতন্ত্র নেই দিদি গেছে মেঘালয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে অভিষেকের গড় ডায়মন্ড হারবারে এসে তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন এই এস এফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। ডায়মন্ড হারবারে এই প্রথম আই এস এফ এর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সমাবেশ সভার আয়োজন করা হয় আর যেখানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওশাদ সিদ্দিকী। এদিনের এই প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি নিয়ে সরব হন তিনি। রাজ্যের আবাস যোজনা প্রকল্পে তিনি বলেন যারা কাঠ মানি দিতে পারছে তারাই বাড়ি বাড়ছে আর যারা কাট মানি দিতে পারছে না তারা বাড়ি পাচ্ছে না। পাশাপাশি দিদি সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি নিয়েও কটাক্ষ করে তিনি বলেন দিদি সুরক্ষা কবজ কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে এনআরসি জন্য তথ্য সংগ্রহ করছে তৃণমূল। ২০২১ সালে আয়েশের সংযুক্ত মোর্চার হয়ে ভোটে অংশগ্রহণ করেছিল সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন তা নিয়েই জানতে চাওয়া হলে নওশাদ সিদ্দিকী জানায় আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা একাকী লড়াই করতে প্রস্তুত রয়েছি। পাশাপাশি তিনি জানায় পঞ্চায়েত ভোটে আয়েশ কর্মীরা ১০০ শতাংশ জিতবে বলে দাবি করেন নওশাদ সিদ্দিকী।

কিছুদিন আগেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে বিধায়কের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা সে বিষয় নিয়েও তিনি জানান শুধুমাত্র ডায়মন্ড হারবার বিধায়কের বাড়ি ঘেরাও নয় জেলার বিভিন্ন জায়গায় মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তারা এর ফল ভোট বাক্সে অবশ্যই পড়বে।

দময়ন্তীতেই আস্থা হাইকোর্টের

অহীন ঘোষ : কেটে গিয়েছে পাঁচ পাঁচটি বছর। এখনো থমথমে কাকদ্বীপের বুধাখালি গ্রাম। ২০১৮ সালের মে মাসে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগের রাতে বুধাখালি গ্রামের সিপিআইএম সমর্থক দম্পতি দেবু দাস ও উষারানী দাসের দগ্ধ দেহ বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার হয়। দম্পতির মৃত্যু ঘিরে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূলের যোগ দিতে না চাওয়ায় দম্পতিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ তুলেছিলেন নিহত দম্পতির ছেলে দীপঙ্কর দাস। কিন্তু পুলিশ তদন্তে নেমে এফআইআরএ নাম থাকা ব্যক্তিদের না ধরে কয়েকজন সিপিআইএম কর্মী সমর্থককে গ্রেফতার করে বলে অভিযোগ। বেশ কয়েক মাস ধরে জেল খাটে তারা। এরপর সুবিচার চেয়ে নিহতদের ছেলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মানতা আইপিএস দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি নিম্ন আদালতে চলা সব কটি মামলার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর নিহত দম্পতির প্রতিবেশীরা সুবিচার পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন।

আসল সত্যিটা সামনে আসবে বলে মনে করছেন বুধাখালি এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পাবে বলে মনে করছে। আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে সিপিএম নেতৃত্ব। পাঁচ বছর পর আবারও একটি পঞ্চায়েত নির্বাচন দোরগড়ায়। তার আগেই হাইকোর্টের এই নির্দেশ পেয়ে স্থানীয়রা মনে করছে ২০১৮ সালের মে মাসের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিনে যেভাবে নৃশংসভাবে সিপিএম সমর্থক দম্পতি দেবুদাস ও উষারানী দাঁতের দগ্ধদেহ উদ্ধার হয়েছিল তার সুবিচার হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

টিউবওয়েল নিয়ে রাজনীতি চলছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় টিউবওয়েল বসানো নিয়ে যে নোংরা রাজনীতি চলছে ও সাধারণ মানুষের যে প্রচণ্ড দুর্ভোগ হচ্ছে তার অনেক খবর আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। সংবাদে প্রকাশ, মগরাহাট থানার ইয়ারপুর অঞ্চলের নস্কর খামার পাড়ার টিউবওয়েলটি দীর্ঘ ২ বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এই ওয়ার্ডের প্রায় ৩০০০ গ্রামবাসী পানীয় জলের জন্য এই টিউবওয়েলটির উপর নির্ভরশীল। আরও প্রকাশ, অকেজো টিউবওয়েলটি চালু করার জন্য ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা প্রায় একশত দরখাস্ত (কয়েকটিতে এম. এল. এর সহি আছে) স্থানীয় বি. ডি. ওর কাছে পেশ করেছেন। কিন্তু আজও এর কোন সুরাহা হয়নি।

খবর নিয়ে জানা গেল যে, সম্প্রতি খরার সময়ে সরকার এই ব্লকে ৩৫টি টিউবওয়েল দেন, এই সব কল ব্লকের নানা জায়গায় বসলো। আজও নস্কর খামার পাড়ার অধিবাসীদের ন্যায্য বিচার হলো না।

আরও জানা গেল যে, শেরপুর অঞ্চলের পল্লেপাড়া গ্রাম সভায় যেখানে মাত্র ২০ ঘর লোকের বাস সেখানে ৬০ হাতের ব্যবধানে দুটি কল বসানো হয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারের অনুমোদিত ব্লকের জল সরবরাহ কমিটি বি ডিওর নিকট প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মগরাহাট থানার উস্তি অঞ্চলের কায়স্থ পাড়ার টিউবওয়েটিও দীর্ঘ তিন বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এই সংবাদটি 'আলিপুর বার্তার' ৭ম বছর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন থানায় এ ধরনের ঘটনার নজির আরও আছে। জনগণের আশঙ্কা গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েল সংক্রান্ত ব্যাপারে এক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তৎপর হয়ে উঠেছে। যারা ব্যক্তিস্বার্থের খাতিরে জনস্বার্থকে উপেক্ষা করছে এবং গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা পরোক্ষভাবে বানচাল করছে। এ সম্পর্কে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭৩, ১৬ই মাঘ, ১৩৭৯, মঙ্গলবার

গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে উত্তাল ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে শাসক দলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা বাজার এলাকা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা ঘটার আগে থেকেই পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে থাকায় বড় ধরনের অশান্তি থেকে রক্ষা পেলো বলে দাবী এলাকার স্থানীয়দের।

জানা গিয়েছে নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শৈবাল লাহিড়ীর অনুগামীরা দিদির সুরক্ষা কবচ প্রচারের জন্য রবিবার সকালে হেড়োভাঙা বাজার এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জমায়েত হয়।

অভিযোগ সেই সময় যুব গোষ্ঠির লোকজন দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে বাধা দেয়। উত্তেজিত হয়ে ওঠে এলাকা। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে উভয় পক্ষকে হটিয়ে দেয়। স্থানীয় মদন নস্কর সহ পঞ্চায়েত সদস্য আসমত মোল্লাদের দাবী আমরা শৈবাল লাহিড়ীর অনুগামী। মাদার তৃণমূল কংগ্রেস করি। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার আমরা দিদির 'সুরক্ষা কবচ' নিয়ে প্রচারে বের হলে বিধায়ক এর ইন্ধনে স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতৃত্বরা আমাদের বাধা দেয়। পুলিশও আমাদের কর্মসূচিতে বাধা দেয়। পুলিশ আমাদের কুকুরের মতো তাড়া করে তাড়িয়ে দেয়। আমাদের দাবী যারা তৃণমূলের মধ্যে থেকে বিরোধীতা করে তারা কি প্রকৃত তৃণমূল? এছাড়াও যুব নেতৃত্বের ইন্ধনে বিগত দিনে বদুকুলার ধর্মতলা গ্রামে দিনদুপুরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী স্বপন মাঝি,ভূতনাথ প্রামাণিক,ঝন্টু হালদারদের যারা খুন করেছে তারা যুব তৃণমূল আশ্রিত। বর্তমানে এলাকায় কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য দিদির সুরক্ষা কবচ প্রচারে বাধা দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরীর চেষ্টা করছে। আমরা ঘটনার বিষয়ে দলের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।' অন্যদিকে ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙায় তৃণমূলের গোষ্ঠি কোন্দল প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি নেতা সঞ্জয় কুমার নায়েক জানিয়েছেন বর্তমানে রাজ্যে শাসকদলের নেতা কর্মীরাই অসুরক্ষিত। যার ফলে গত কয়েক মাস আগে গোপালপুরের ধর্মতলা গ্রামে তৃণমূলের হাতে তিন তিনজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংস ভাবে খুন হয়। বর্তমানে নিজেরাই দ্বন্দ্ব করে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরী করছে। সেখানে সুরক্ষা কবচ এ কোন কাজ হচ্ছে না। সেই সুরক্ষা কবচে সাধারণ রাজ্যবাসী কিভাবে সুরক্ষিত হবে এটা ভাবতে অবাক লাগে। তৃণমূল কংগ্রেসের চালাকি সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে। দিদির সুরক্ষা কবচটা এখন হাস্যকর ব্যাপার। যেদিন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য থেকে বিতাড়িত হবে সেই দিনই সাধারণ মানুষ সুরক্ষিত থাকবেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যুব তৃণমূল নেতৃত্বের দাবী আচমকা কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতি হেড়োভাঙা বাজারে এসে দলের নামে কালিমা লিপ্ত করার জন্য হই-হট্টোগোল বাধিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের হটিয়ে দেয়। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিদির সুরক্ষা কবচের কনভেনার আদিত্য বৈদ্য জানায় দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে প্রচারের জন্য এখনও দলীয় ভাবে কর্মসূচির জন্য কোন দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। তাছাড়া যারা কোনদিনও তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করেনি এবং দুষ্কৃতিমূলক কর্মে জড়িত তারাই আচমকা রবিবার সকালে বেশকিছু বহিরাগত দুষ্কৃতিদের নিয়ে দলকে কালিমালিপ্ত করার জন্য হেড়োভাঙ্গা বাজারে বিশৃঙ্খলা তৈরীর চেষ্টা করে। দলের মধ্যে কোন গোষ্ঠিকোন্দল নেই।

অন্যদিকে মাদার তৃণমূল গোষ্ঠির নেতা তথা স্থানীয় গোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান নন্দকিশোর সরদার, উপপ্রধান

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ২১ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি, ২০২৩

নেতাজি নিয়ে চাই জাগ্রত জনমত

শুধু ভারতবর্ষ নয় বিশ্বের কোন বৈপ্লবিক ইতিহাসে নেতাজির বৈপ্লবিক প্রয়াসের বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না। সারা পৃথিবীতেই নানা সময়ে নানা আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে। সেই সমস্ত নেতা ও সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই যদি ইতিহাসের আনাচে কানাচে অনুসন্ধান করা যায় তাহলে নেতাজি তুল্য আর কোনও নেতাকে এক আসনে বসানো যাবে না। দেশি বিদেশি গবেষক, ঐতিহাসিক শিক্ষাবিদ এমনকি তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন নেতাজির আজাদ হিন্দ–এর বৈপ্লবিক অভিঘাতেই ব্রিটিশ এদেশের দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ নেতাজি সুভাষ প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে ব্রাত্য। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা নেতাজির ভাবমূর্তিকে তাদের দলীয় স্বার্থে প্রয়োগ করেন যতটুকু প্রয়োজন ঠিক তত টুকুই। দেশবাসীর কাছে আজ প্রকট হয়ে গেছে নেতাজিকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের ভোটমুখী শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রয়াস। দেশবাসীর কাছ থেকে তাকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়ে দেবার কম প্রয়াস হয় নি। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা নেতাজি ও আজাদ হিন্দ সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞাত নয়। কারণ পাঠ্য পুস্তকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি দেশের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের অসামান্য আত্মদানের ইতিহাসকে। নেতাজির দেশপ্রেমকে বর্তমান সময়ের কিছু রাজনীতি আশ্রয়ী বুদ্ধিজীবীদের বদান্যতায় খাটো করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমনটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে আজাদ হিন্দ–এর অভিযান কালে এদেশের কিছু রাজনৈতিক শক্তি ব্রিটিশের সুরে তাল মিলিয়ে নেতাজির বিরোধিতার পথে হেঁটে ছিলেন।

বাংলার মাটিতে নেতাজির জন্মক্ষণকে দীর্ঘদিন ধরে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বরণ করা হতো। নেতাজির জন্ম শতবর্ষে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিশাল মানব বন্ধন, শঙ্খধ্বনি ও সন্ধ্যায় বাড়িতে বাড়িতে আলোকসজ্জার আবেদন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পরবর্তী কালে সে উদ্যোগে ভাটা পড়ে। এমনকি রাজ্য জুড়ে ওই সময় প্রায় প্রতিটি থানাতেই সাইরেন বেজে উঠতো। নেতাজি সম্পর্কে জাগ্রত জনমতের অভাবে আজ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে দেশপ্রেমের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। নইলে প্রতিদিন সংবাদ পত্রের পাতায় অজস্র দুর্নীতির স্রোতে সেই সমস্ত দেশপ্রেমী শহিদের স্মৃতিকে সহজেই মুছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ আজ দুর্নীতির প্রশ্নে সবার আগে বললে অত্যুক্তি হবে না। বহু বছর আগে রবি ঠাকুর তাঁর শেষ জন্মদিনের অভিভাষণে বলেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। সেই বিশ্বাসের ওপরেই আস্থা রেখে আশা করা যায় আগামী দিনের ভারতবর্ষ চিন্তা চেতনায় নেতাজিময় হয়ে উঠুক, হয়ে উঠুক দুর্নীতি মুক্ত, সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত, দারিদ্রতা মুক্ত ভারতবর্ষ। রাজনৈতিক দলগুলির আগামী দিনের দীর্ঘমেয়াদী অস্তিত্বের স্বার্থেই নেতাজির পথকে, আজাদ হিন্দের আদর্শকে পাথেয় করে তুলতে হবে। সময় অনেকটাই বয়ে গেছে, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে, আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের সম্পর্কে ভুল বোঝানো, ভুল পড়ানোর ঐতিহ্য অব্যাহত থেকেছে। রাজনীতির আশ্রয়ে থাকা ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদদের নির্দেশ মাফিক চলেছে সত্য ভুলিয়ে দেওয়ার পাঠ। জাতির কাছে এ এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমৃত মহোৎসবের ভারতবর্ষে এখনও সেই জাতপাতের রাজনীতির পাশাপাশি দুর্নীতির বিষবৃক্ষ পল্লবিত হয়ে উঠেছে। একদা খণ্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আজাদ হিন্দ সরকারের যে বিপুল পরিমান সম্পদ নয় ছয় করেছিলেন সেই দুর্নীতির সূত্র ধরেই ভারতে পাহাড় প্রমাণ অসংখ্য দুর্নীতির ধারা অব্যহত রয়েছে। সমাজের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং জাগ্রত জনমত একমাত্র নেতাজির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

অখাদ্য–কুখাদ্যে স্পৃহা, অল্পে সুখ–দুঃখবোধ, নানাবিধ ভয়, পর শাসনে দিনাতিপাতে বালকের অস্থিরতা ল মনোকষ্ট যেন তপ্ত মরুভূমি। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর বালকের অসহ্য বদ্ধদশা বৃদ্ধি পায়। এহেন বাল্যাবস্থা নিদারুণ দুঃখ বৈ নয়। যদিও বা বাল্যকাল কোনক্রমে উত্তীর্ণ হল, যৌবনে শুরু হয় আরও এক উৎপাতময় অধঃপতনে। চিত্তের নানা বিলাসময় বৃত্তি উদিত হয় এই কালে। মদনরূপী পিশাচ যৌবনকে বশীভূত করে। যৌবন–দোষ নরকের নিদান স্বরূপ। আপাদ়সুখ এবং তারপর দীর্ঘ দুঃখ যৌবনকালের বৈশিষ্ট্য। নিতান্ত অমলিন চিত্তের যুবক প্লাবনকালীন নদীর মত মলিনতা প্রাপ্ত হয়। যে উত্তম ব্যক্তি তার যৌবনে তৃষিত ও কামজর্জর না হয়ে মৈলিন থাকতে পারে, কোনভাবেই সে বিনষ্ট হ না। আপাতঃ শোভাশালী, উদ্দাম মদাগভী, ক্ষণিক দীপ্তিময় প্রকাশশীল এমন অশুভ যৌবনকে আমি পীতিকর বোধ করি না। মোহময় জীবনে যৌবনকাল ভ্রমাত্মক স্বপ্নের গন্ধর্বনগর। যৌবনেই মোহ এসে পুরুষকে আশ্রয় করে ফলে ভ্রম বিস্তৃত হয়ে সদাচার বিস্মৃত হয়, বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে। যৌবনকে আমি কোন প্রতিপ্রত বোধ করি না। রজঃ ও তমোগুণের ক্রীড়া যৌবনে উদ্দীপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়গুলি দোষের উচ্চসীমায় সমাসীন হয়। যে ব্যক্তি নশ্বর যৌবনে বিমুগ্ধ ও হৃষ্ট হয়, তাকে নরপশু ছাড়া আর কিই বা বলা যায়? যাঁরা মহা সঙ্কটময় যৌবনসাগর উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, জগতে তাঁরা পূজনীয়, মহাত্মা পদবাচ্য। ভীষণ জলজন্তুময় সাগর পার করা বরং অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু কামকল্লোলময় দোষদুষ্ট যৌবন হতে নির্দোষ অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সুভাষচন্দ্র ও বর্তমান অর্থনীতি

অমিতাভ সেন

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে সনাতন হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা উড়িয়ে ৫ বছর পর কলম্বো হয়ে রামেশ্বরম আসেন। রামেশ্বরম এর রাজা জাহাজে উঠে স্বামীজিকে নিবেদন করেন– আপনি সারা ভারতবর্ষের শুভ উজ্জ্বল করেছেন। আমি আপনাকে কাঁধে করে নামাবো। আগে আপনি আমার কাঁধে পা রাখবেন পরে দেশের মাটিতে। স্বামী স্মিত হেসে বললেন, রাজাকে আমরা হিন্দুরা দেবপ্রতিনিধি বলে মানি, রাজার শরীরকে আমি অপমান করতে পারিনা। জাহাজ নোঙর ফেলেছে দুপুর ১২টার সময়। বিবেকানন্দ শুভ সম্ভাষণের পর ভারতের মাটিতে যখন পা রাখলেন তখন বাজছে ১২–১৫ মিঃ। কবে? ১৮৯৭ সালে ২৩ জানুয়ারী ১২টা বেজে ১৫ মিনিট। ঠিক সেই মুহূর্তে বহু দূরে কটক শহরে জগন্নাথ দেবের আশ্রয়ে এক দেবশিশুর আবির্ভাব হোল, নাম দেওয়া হোল সুভাষচন্দ্র। আবার ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে প্রত্যাবর্তন করেন। ঠিক সেই দিন প্রথম শিক্ষাগুরু শ্রী বেণীমাধব দাস সুভাষের হাতে একটা বই তুলে দেন– 'ছোটদের সচিত্র বিবেকানন্দ'। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ডায়েরীতে লিখেছেন সুভাষ দরজা বন্ধ করে সারাদিনধরে বইটি মুখস্থ করেছে। এঘটনাগুলো কাকতালীয় হলেও ঐতিহাসিকভাবে সত্য। আমরা ট্রানসমাইগ্রেস অফ সোলএর কথা জানি। ভগবান শংকর তার প্রমাণ। স্বামীজি সুভাষের চৈতন্যে প্রবিষ্ট হয়ে সারাজীবন পথ দেখিয়ে গেছেন।

বার্মায় তখন কার্পেট বোম্বিং চলছে। শ্রীঠাকুরের মূর্তির সামনে বসে গৈরিক বসনে নেতাজী ধ্যানরত। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বহু খুঁজেও তাঁকে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি তার আগে একদিন জার্মান জাহাজ থেকে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ছোট বোটে চেপে কয়েক মাইল দূরে অপেক্ষাকারী জাপানী সাবমেরিনে যেতে হবে। নেতাজি শেভিং সেরে আবিদ হাসানকে বললেন প্রস্তুত হতে, তাঁর কোন হেলদোল নেই। জার্মান জাহাজের ক্যাপ্টেন মিলিটারির লোক। তিনি ভয় পাচ্ছেন, সমুদ্রে এখন ৩২ ফুট ঢেউ, কীভাবে আপনি পার হবেন? নেতাজী বুক পকেট থেকে শ্রীঠাকুর, মা সারদামণি ও স্বামীজীর ছবি দেখিয়ে বললেন– এরাই আমাকে রক্ষা করবেন। ডোন্ট ওরি প্লিজ। বিস্ময়ের সঙ্গে ক্যাপ্টেন দেখছেন– মোচার খোলার মতো ছোট্ট বোট জাপানি সাবমেরিনের কাছে পৌঁছে গেছে। উত্তাল যমুনা এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে পথ করে দিয়েছিলেন।

প্রাক গ্রেট এসকেপ পর্ব যদি বিবেচনা করি একজন কংগ্রেস সদস্য (অবিভক্ত বাংলার) ও সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে এবং সুভাষের পক্ষে ভোট দেয়নি, এমনকি অগ্রজ শরৎ বোসও না। গ্রেট এসকেপ এর আগে সুভাষ উডবার্ন রোড এর বাড়ি ছেড়ে এলগিন রোডএর বাড়িতে মায়ের কাছে চলে এসেছিলেন। ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। আমার মনে হয়েছে সুভাষ কাম্যুকেজিং এবং শত্রুপক্ষকে হোক্স (ভুল সংবাদ দিয়ে বিপথে চালনা করায় এক্সপার্ট। প্রকাশ্যে না বললেও বকুলবাগানের সর্দার ড্রাইভার যিনি প্রকৃতপক্ষে গাড়ি চালিয়ে ছিলেন, তাঁকে ইংরেজরা খুব মেরেছিল। সুভাষ তারপর থেকে বহু মিস লিডিং ইনফর্মেশন দিতেন। স্বাধীনতার পরও নেহরু হাত ধুয়ে পড়েছিলেন যাতে নেতাজীকে ওয়ার ক্রিমিনাল ঘোষণা করা যায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা নেতাজী সন্দেহে হিমালয় কন্দরে পাঁচজন সন্ন্যাসীকে রক্তস্নান করিয়েছিল। যেসব স্বতন্ত্রবীর অন্তর্ধান পর্বে সুভাষকে কোন না কোন সহায়তা করেছিলেন তারাও সঙ্গত কারণেই সতর্ক ও নীরব হয়ে গেছিলেন। সুভাষ অন্তর্ধানের পূর্বে নাগপুরে এসেছিলেন আদ্য সরসঙ্ঘ চালক ডক্টরজীর সঙ্গে আলোচনা করতে। তিনি এতো অসুস্থ ছিলেন যে কথা বলতে পারেন নি। সুভাষ নির্দেশ পেয়ে গিয়েছিলেন বোম্বাই গিয়ে বীর সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। যে দুজন স্বয়ং সেবক নাগপুর থেকে বোম্বাই পথে সুভাষের সঙ্গী হয়েছিলেন তার মধ্যে একজন শোনা যায় দীনদয়াল উপাধ্যায়। লক্ষ্ণৌ সনাতন ধর্ম কলেজে বিএ পড়ার সময় তিনি প্রথম সুভাষের বক্তৃতা শোনেন। তারপর সুভাষ সাধনা চলে। এই সাধনার ছাপ রয়েছে দীনদয়াল 'দ্য টু প্ল্যানস্' আকর গ্রন্থ। আজকের আত্মনির্ভরতা সুভাষের ধ্যেয় নিষ্ঠা ছিল। সুভাষের অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণা দাস ক্যাপিট্যালএর পাতা থেকে আসেনি। এসেছে সনাতন সংস্কৃতি থেকে।

শ্রীগীতার শেষ শ্লোকে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন : যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ/তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবা নীতিমতি। অর্থাৎ যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্ধর অর্জুন বিরাজমান সেইখানেই লক্ষ্মী, বিজয় উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে, ইহাই আমার মত। রামদয়াল মজুমদার জগদীশ ঘোষ উভয়

গীতা ব্যাখ্যা তাই 'শ্রী' বলতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। চিনের মতো প্রতিবেশি দেশের ভূখণ্ডের ওপর দখল নেওয়া, ঋণের জালে ফাঁসিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি নিজের কব্জায় নিয়ে দাদাগিরি করা এটা সনাতনী পথ নয়। মেধা, পরিশ্রমের মাধ্যমে লক্ষ্মীলাভ, অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করা ভারতবর্ষের পথ। আরেকটি আদর্শের কথা ঈশোপনিষৎ ও ঈশাবস্যেম্ ইদম্ নর্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যা জগৎ, তেন তক্তেন ভূঞ্জিথাঃ। মা গৃধকস্য সিদ্ধনম্।

ঈশ্বর সর্বস্থানে ব্যপৃত আছেন, তাঁহাকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হয়। লোভ করিও না ধন কাহার/অর্থাৎ ঈশ্বরও ভোগের বস্তু, তাঁহাকে ত্যগ ত্যাগ–বৈরাগ্য দ্বারা ভোগ করিতে হয়। আত্মনির্ভর ভারত পরিকল্পনায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং ত্যাগ বৈরাগ্য সাধন মাধ্যমে ভোগ এই দুটি সনাতনী আদর্শ ভিত্তিভূমি।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযান ২০২০ মে মাসে যখন ঘোষিত হলো সারা পৃথিবী গভীর প্যান্ডেমিক সংকটে ভুগছে। নামজাদা অর্থনীতিবিদরা পরামর্শ দিচ্ছেন প্রতিটি দেশের সরকার যেন রাজকোষ জনগণের জন্য খুলে দেয়, লকডাউন পিরিয়ডে মানুষ আগে খেয়ে পরে বাঁচুক। তারপর অন্যকথা। ভারত সরকার প্রথমে অ্যাবসলুট লকডাউন ঘোষণা করলেন তবে পুরোপুরি পুওর ইকনমিস্টদের পাশে হাঁটল না। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং শ্রমিক পরিবারের মহিলাদের ১৫০০ টাকা এবং খাদ্যশস্য যেমন চাল–গম–চানা–চিনি বিনামূল্যে দিতে থাকল। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে সঃ তেল, ডাল ইত্যাদির যোগান দিতে থাকল। এটা সম্ভব হল কিভাবে? ২০১৪ সাল থেকেই কৃষির সয়েল হেলথ কার্ড, কিষান সম্মান নিধি প্রভৃতির মাধ্যমে। ২০১৩ সালে কৃষিযোগ্য জমির পরিমান ছিল ৯২ লক্ষ হেক্টর, ২০১৮তে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ হেক্টর, আর ২০২২ সালে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে ৩৪% জমির ক্ষেত্রে ড্রোন ম্যাপিংএর মাধ্যমে ই–পাট্টা বিতরণ করা হয়েছে। কাজেই আত্মনির্ভরতার নান্দীপাঠ শুরু হয়েছে ২০১৪ সালে। মন্ত্রঃ– ফিরে চল মাটির টানে।

জিডিপি নেগেটিভ হয়েছে, জিএসটি কালেকসন কহতব্য নয়, সার্ভিস সেক্টর মার খাচ্ছে সর্বাধিক। খান মার্কেট টুকরে টুকরে গ্যাং একেবারে কান এঁটো করে হাসছে। এর মধ্যে ভারত সরকার ঘোষণা করল জান ভী জাহান ভী, রিল্যাক্সেশন শুরু হলো, তার সঙ্গে টীকাকরণ। প্যান্ডেমিক এর মধ্যেই ইভাস্ট্রিতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার বুস্টার ডোজ দেওয়া হলো যা ভারতের জিডিপির প্রায় ১০%, স্টিমুলাস প্যাকেজের সঙ্গে পলিসি বলে দেওয়া হলো Make in India for the World, Local for Globe vocal for Local –এটাই হলো আত্মনির্ভর ভারত মিলনএর গৌর চন্দ্রিকা, নতুন গান– নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র। পথ জান ভী জাহান ভী।

আমরা জানি লাইসেন্স পারমিট রাজের অবসান গুটিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে ওপেননেস এসেছিল ১৯৯৩ সালে। একটা গ্রামীণ প্রবাদ আছে : ভাত দেবার মশাই নয়, কিল মারার গোঁসাই। ১৯৯৩এ গোঁসাইএর কিল মারা বন্ধ হলো, কিন্তু থালে ভাত দিতে কোনো মশাই এগিয়ে আসেনি। সেটা হলো ২০২০ সালের মে মাসে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য, সরকারী ভাষায় ভিসন পাঁচটি (১) ভারতবর্ষকে গ্লোবাল সাপ্লাই চেন এর হাব–এ পরিণত করতে হবে। (২) প্রাইভেট কোম্পানীগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ও সম্ভাবনার ওপর সরকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। (৩) ভারতীয় উৎপাদকদের পক্ষে ' Good force multipliors' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (৪) কৃষি, বস্ত্র, জুয়েলারী ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করার উদ্যোগ নিতে হবে। (৫) ডিপেনস, এগ্রিকালচার, হেলথকেয়ার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রভৃতি উৎপাদন ক্ষেত্রে সম্ভাবনা কতটা আছে বিবেচনা করতে হবে ২০২১–২২ বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে।

এটা মনে রাখতে আত্মনির্ভরতা হচ্ছে মিশন, বাজেটারী টাইমফ্রেম নিরপেক্ষ, তবে বাজেট অ্যালোকেশন এই মিশনকে পূর্ণতা দেবে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে আমরা তাকিয়ে আছি শতবর্ষের দিকে। স্বামী বিবেকানন্দ লিখে গেছেন : আমি দেখিতে পাইতেছি আমার ভারতমাতা সারা বিশ্বের পুজো পাইতেছেন। এই স্বপ্ন ২০২৭এর মধ্যে সাকার করতে সকল ভারতসন্তান প্রয়াস চালাচ্ছেন। এই পুজোয় আলিপুর বার্তার মতো মহৎ একটি প্রতিষ্ঠানও অর্ঘ্য দিয়ে যাচ্ছে এটাই বড়ো প্রশংসার বিষয়। এই সকল Ethical input কে Goodforce multipliers এর ইন্সট্রুমেন্টস বলে মানা হয়েছে– সবকা প্রয়াস। এবার অনুধাবন করতে চেষ্টা করি কতটা এগোনো গেছে।

আমার পিতৃবন্ধু অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বলতেন economic issues আর financial issues কে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। দ্বিতীয়টা হলো তোমার পকেটে কতো পয়সা আছে তার পরিমাপ। Economic issue এর মধ্যে উৎপাদনএর পাশাপাশি monsoon, environment, Health, Education, Labour input অনেগুলি ফ্যাক্টরস্ কাজ করে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া রয়েছে হাইজেনবার্গ থিওরী অফ আনসার্টেনটি। এ থিওরি হচ্ছে সুকুমার রায় এর গেছোদাদা। তাঁর সঙ্গে দেখা করবে? তিনি কোথায় আছেন? সেটা জানতে গেলে বিবেচনা করতে হবে দাদা কোথায় কোথায় নেই। তারপর হিসেব করতে হবে দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে। তারপর দেখতে হবে দাদা এখন কোথায় থাকবে...। এই uncertainty অর্থনীতিতেও আছে। ২০১৪তে আমাদের Econdmy dimension ছিল ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। লক্ষ্য ছিল অমৃত মহোৎসবে economy ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। Ease of doing business (World order এ ৬৩ স্থানে নেমে আসা), Demagnetization, GST প্রভৃতি সংস্কার পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রগতি ভালোই হচ্ছিল। এসে গেল প্যান্ডেমিক সারা পৃথিবী থেকে ১২ ট্রিলিয়ন ডলার উবে গেল। বিশ্বায়নের এর যুগে ভারতও তার করাল গ্রাস এড়াতে পারে না। তবে প্যান্ডামিক পরবর্তী সময়ে প্রয়াস এমনই নেওয়া হয়েছে যে অর্থনৈতিক অবয়ব প্রায় ৪ ট্রিলিয়ন এর কাছে পৌঁছে গেছে।

অমর্ত্যের অমৃত নিদান আপ্লুত বাঙালি

উজ্জ্বল গোঁসাই

নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন কি সত্যি অমর্তচারী! ক্ষিতী মোহন সেন এর নাতি হয়েছে এই শুনে রবি ঠাকুর দেখতে গেলেন। শিশুটিকে দেখে কবি তার নামকরণ করলেন অমর্ত্য। অর্থাৎ তিনি মর্তের কেউ নয়। এই ধূলি ধূসর পৃথিবীর লোক নন তিনি। স্বর্গীয় বা অন্য কোন গ্রহান্তরের জীব হতে পারেন। কবির নামকরণ যে কতটা সার্থক হয়েছে তা এতো দিন পরে হাতে নাতে প্রমাণ পাওয়া গেল। অমর্ত্য সেন নোবেল জয় করে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও দেশ অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করেছে বলে শোনা যায়নি। তাঁর থিওরি আজ পর্যন্ত পুস্তকবন্ধ হয়েই আছে। তাঁর দেশ ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকদল তাঁকে চক্ষুশূল করে রেখেছে। মোদীর সঙ্গে, মোদীর দলের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মত বিরোধ হয়েছে। কিন্তু বাঙালি তাকে মাথায় করে রেখেছে। আর রাখবারই কথা। কারণ বাংলার দিদি স্বয়ং তাকে মাথায় তুলেছেন, সম্মানিত করেছেন। আর তাতেই বোধহয় অর্মত্যবাবুর পদদ্বয় মাটি ছেড়ে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। তিনি আর পদচারী নন, এখন গগন বিহারী। বয়সের ভারে সেই শ্যেন দৃষ্টি শক্তি নেই, তাই মাটির কাছাকাছি জিনিস তিনি দেখতে পান না। মাঠে, ঘাটে, হাটে বাজারে পথে ঘাটে অফিস আদালতে আজ যা প্রধানত চর্চার বিষয় তা হল মমতা সরকারের দুর্নীতি। দলের দুনম্বর ব্যক্তি জেল খাটছে, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আমলারা জেলে। সরকার দ্বারা গঠিত শিক্ষা দপ্তরের কর্ণধাররা জেলে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা সিধান্ত নিয়েছে দুনম্বরী পথে চাকরি পাওয়াদের যাতে চাকরী না যায়। গ্রামের এলি থেলি পঞ্চু তেলিদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এই সব দেখে বাঙালি যখন আফশোস করছে এই ভেবে যে চোর তাড়িয়ে ডাকাতকে ডেকে আনলাম। ঠিক সেই সময় অমর্ত্যবাবু মমতা ব্যানার্জীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা দেখতে পেলেন। পশ্চিমবঙ্গে মাটির কাছাকাছি যারা থাকে তারা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবে না মমতা ব্যানার্জীর প্রধানমন্ত্রী হবার কথা। অমর্ত্যবাবু গগনচারী, তাই মাটির পৃথিবীতে বাস্তবের রাজ্যে কি ঘটছে তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই।

তবে এই রাজ্যের একজন বাঙালি হিসাবে লজ্জা বোধ হয় যখন দেখা যায় একজন নোবেলজয়ী তৃণমূলের মুখপত্রের মতো বিবৃতি দেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হতে গেলে কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন তা বেশির ভাগ মানুষই জানে। অমর্ত্যবাবু নিশ্চয় জানেন যে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিমাত্রেই যে যোগ্য হবে এমন কথা নেই। তার হাতে গরম প্রমাণ হল ৬৬৫ দিন রাস্তায় বসে এসএসসি পাশ করা ছেলেমেয়েরা আর চাকরি করছে অযোগ্যরা যারা অনেকে এসএসসি পরীক্ষায় বসেই নি। একজন আমজনতার ভোটে দাঁড়াতে যা যোগ্যতা লাগে সেইটুকু যোগ্যতা থাকলেই ভারতের যে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়। সেই অর্থে ভারতের আমজনতার প্রত্যেকের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা আছে। তবে কার ভাগ্যে কখন শিঁকে ছিঁড়বে তা বলা যায় না। এই যেমন দ্রৌপদী মুর্মুর মধ্যে যে রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা আছে তা কটা লোক জানত? আবার লালুর বউ রাবড়ী দেবীর মধ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীত্বের গুন ছিল তা পৃথিবীবাসীরা ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেনি আগে থেকে। আর এসএসএর একজন প্রচারক হঠাৎ করে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাত রাঙালো। সেই মানুষটার মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা যে নিহিত ছিল তা ২০১৪ আগে স্বয়ং মোদীও বোধহয় জানতে পারেনি?

ভারতীয় রাজনীতিতে পদপ্রাপ্তির সঙ্গে যোগ্যতার কোন যোগ নেই। এই কথাটা বুঝতে হলে স্মৃতি ইরানীকে দেখুন। সিরিয়ালের অভিনেত্রী ১২ ক্লাস পাস– সেই মহিলা আপনার মতো নোবেলজয়ীকে টপকে ১২৫ কোটি দেশের শিক্ষামন্ত্রী হলেন। অর্থনীতি আর রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীর ভাবে জড়িত। অর্মত্যবাবু তাই রাজনীতির অঙ্গনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ভারতের অন্য অঙ্গরাজ্যের অভিজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রীরা আছেন তারা অযোগ্য হল কীসের ভিত্তিতে তা জানালে ভারতবাসীর প্রভূত উপকার হয়। তবে অনুমানে বলা যেতে পারে যে অন্য মুখ্যমন্ত্রীরা থানা থেকে অপরাধী ছাড়াতে যান না। যে গরু বেশি দুধ দেয়, তার লাথি খাব বলেন না। নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছে তা দেখে বলেন না লক্ষ টাকা টাকা নাকি? পার্টি জন্য সকলেই নেয়। আমরা সবাই চোর বলে বুকে পোস্টার বেঁধে গোটা মন্ত্রিসভাকে নিয়ে মিছিল করেন না। জেলে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত পার্টির জেলাসভাপতিকে বীরের আখ্যায় ভূষিত করে বলেন না যে লক্ষ লক্ষ কেষ্ট তৈরি করব। অন্য কোন রাজ্যের ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রীরা বলেননি যে 'সিবিআই আমাকে ধরলে আপনারা পথে নামবেন তো?'– এই সব গুন না থাকার জন্য অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অমর্ত্যবাবুর যোগ্যতা মাপক যন্ত্রে ধরা পড়ল না। আর আসল কথাটা হল চপ আর চা শিল্প দিয়ে আগামী দিনে শিল্প বিপ্লব ঘটবে ভারতে একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে অমর্ত্যবাবু তার পূর্বাভাস নিশ্চয়ই পেয়েছেন– তাই প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা দেখতে পেলেন একমাত্র মমতাতেই। এই সব দেখে মনে হতে পারে যে কোন গুণে মানুষ প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সে বিষয়য় অমর্ত্যবাবু থিসিস বের করলে আর একবার নোবেলের জন্য মনোনীত হতে পারেন।

গুমনামী বাবাই নেতাজি স্বাভাবিক পরিণতি

নির্মল গোস্বামী

এক বিপ্লবী সন্ন্যাসীর বইপত্রের সান্নিধ্যে এসে পাল্টে গেল এক যুবক। মনে মনে তাঁকে গুরুর আসনে বসালেন। ঠিক যেন মহাভারতের একলব্য। পরপর জীবন এগিয়ে চলল। সাদামাঠা সাধারণ সাংসারিক জীবন তাঁকে টানে না। তিনি তাঁর কথা মতো জন্ম যখন হয়েছে তখন একটা দাগ রেখে যেতে চান। কিন্তু কোন সে পথ? স্কুল শিক্ষা শেষ করার পর পথের সন্ধানে বাড়ি ছাড়লেন। ইচ্ছা সন্ন্যাস নেবেন। ত্যাগই জীবনের মূল মন্ত্র শিক্ষা– তিনি তার গুরুর কাছ থেকে জেনেছেন। ঘুরে ঘুরে হাজির হলেন হরিদ্বারের রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে। সেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল যুবকটির। কথোপকথনের শেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপদেশ দিলেন যুবকটিকে 'যাও অন্তরে বৈরাগ্য নিয়ে দেশ সেবা কর'। এটাই তোমার প্রকৃত পথ। এরপর আর পথ ভুল করেন নি যুবকটি। বিপ্লবী সন্ন্যাসীর ভাবশিষ্য হলেন সন্ন্যাসী বিপ্লবী। অন্তরে ত্যাগ আর কর্তব্য পথে অবিচল। সিংহ সম তেজ। রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী সম্পর্কে বলেছেন তাঁর জীবনে নেগেটিভ বলে কিছু নেই, সবই পজেটিভ। ঠিক তেমনি ভাবে নেতাজীর জীবনেও অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। ব্রিটিশের জেল তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি। গৃহবন্দি করে ২৪ ঘন্টা বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের পাহারায় বসিয়ে তাঁকে ঘরে রাখা যায় যায় নি। অলঙ্ঘনীয় দুর্গম পথ তিনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পারেন। একজন নেতা কতটা নিশ্চিত হলে বলতে পরেন যে তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। বিপ্লবী সন্ন্যাসী বলে ছিলেন যে আগামী ৫০ বৎসর তোমাদের ধ্যানজ্ঞান হোক ভারতবর্ষ। দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনই হোক তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্য কোন দেবদেবীর পুজো না করলেও চলবে। এই বাণীকে মূর্ত করে তুলেছিলেন নিজের জীবনে। আমরা জীবন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত সজীব দেশ প্রেমের মূর্তি হিসাবে দেখতে পাই সেই সন্ন্যাসী বিপ্লবীর মধ্যে।

সফলতা বিফলতা দিয়ে কোন কর্তব্য কর্মের মান নির্ধারণ হয় না। কর্তব্য পথে কতটা পদ চালনা করেছেন আর কর্তব্য পথে কতটা চলেছেন তাই দিয়ে হয় মূল্যায়ণ। নেতাজি এক মুহূর্তের জন্যও কর্তব্য পথ থেকে সরে যান নি। সেটাই তাঁর মহত্ব। কি দেশে, জাতীয় আন্দোলনে, কি বিদেশে কূটনৈতিক তৎপরতায়, কিংবা রণাঙ্গণে সর্বত্রই সেই দৃঢ়চেতায় সমৃদ্ধ ছিলেন তিনি। আর অন্তরে ত্যাগের স্থায়ী আসন পাতা ছিল বলে তাঁর পথ চিনে নিতে ভুল হয়নি কখনও। স্বার্থবোধ বা স্বার্থ চিন্তাই আমাদের ভুল পথে পরিচালনা করে।

দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ শাসন করব এ চিন্তা তাঁর মাথায় ছিল না। তিনি বলেছেন দেশ স্বাধীন করা পর্যন্ত আমার কর্তব্য। দেশের জনগণ তাদের শাসক নির্বাচন করবে। গীতায় বলা আছে 'মা ফলেষু কদাচন'। ফলাকাঙ্খা করো না। তুমি তোমার কর্তব্য কর। ফল আপনা থেকেই আসবে। এই বোধে যাঁরা উন্নিত হতে পেরেছেন তারাই সন্ন্যাসী, তারাই প্রকৃত ত্যাগী। শুধু গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না। সামরিক পোশাকে হাতে বন্দুক নিয়ে যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়। তার উদাহরণ তিনি। দেশের এক শ্রেণির পণ্ডিত আছেন তাঁরা বলেন যে, নেতাজি ভারতে ফিরে গুমনামী বাবা সেজে ঘুরে বেড়িয়েছে এটা নাকি অসম্ভব। কারণ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে নাকি এটা মানায় না। শত শত পাথুরে প্রমাণ থাকা

সত্ত্বেও তারা শুধু এই যুক্তিতেই গুমনামী বাবাকে নেতাজী মানতে নারাজ।

আমরা জানি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ১৯৫৫ সাল থেকে সক্রিয় আছে নেতাজির চরিত্র হননে। যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে ভারতের শাসকদের কী বাধা আছে নেতাজি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে তা বোধগম্য নয়। যাই হোক সে তর্ক অন্যত্র করা যেতে পারে। দৈব্য দুর্যোগে নেতাজি রাশিয়া হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। কারণ স্ট্যালিনের জামানার শেষ হওয়ার আগেই স্ট্যালিন নেতাজীকে ভারতে প্রবেশ করার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন গোপনে। কারণ আমরা জানি যে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। সুভাষকে ধরতে পারলে মিত্র গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে হবে যুদ্ধপরাধী হিসাবে, তারা তাঁর বিচার করবে। ৫০ বছর পর্যন্ত এটাই ছিল আন্তর্জাতিক আইন।

ভারতের রাষ্ট্রনায়করা যদি ঘোষণা করতে পারত যে সুভাষ দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। তিনি যুদ্ধাপরাধী নন, তিনি দেশপ্রেমিক। আমরা সুভাষের বিরুদ্ধে এই ফতোয়া অগ্রাহ্য করি। একমাত্র তাহলেই সুভাষের স্বনামে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আমাদের শাসকরা তা করেনি। উল্টে গদি এবং মান–ইজ্জত যাবার ভয়ে তারা সুভাষকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছে। তাই তাঁর সম্পর্কে সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যা মৃত্যুর গল্প ফেদেছে। একজন জার্মান মহিলাকে স্ত্রী সাজিয়ে গোপনে তাকে সরকারি তহবিল থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা মাসোহারা দিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে আবার একজনকে মেয়ে সাজিয়েছে নেতাজীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপণের জন্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজী ভারতে এসে কোন পরিচয়ে গোপনে থাকতে পারতেন? তিনি গোপনে দেশে ফিরে প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন যে আমি নেতাজী জীবিত আছি, দেশের জনগণ আমাকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসাও। এটাই কি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মিল খেতো? তিনি নেতা হতে চান নি। দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভোটের দ্বারা নির্বাচিত নেতারা দেশ চালনা করছে। আর তো তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি স্ট্যালিনের কাছে বলেছিলেন দেশের মাটিতে মরতে চান। সেই ব্যবস্থা স্ট্যালিন করেছিলেন।

তাই যতদিন বেঁচেছিলেন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করাটাই ছিল সব থেকে নিরাপদে থাকা। আর সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তিনি নকল সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি প্রকৃতই সন্ন্যাসী ছিলেন। মনে সন্ন্যাসী বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতার পরে তিনি সত্যই ফকির সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বভাবে এবং দিনযাপনে। ঠাকুর বলেছেন সবই শক্তির খেলা। যে শক্তিকে তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন সেই শক্তি যদি ঈশ্বরমুখী হয় তবে সিদ্ধি লাভ সহজে হয়ে যায়। নেতাজী তাই পরবর্তীকালে সিদ্ধ যোগীই হয়েছিলেন। ভারতের আমজনতা না চিনলেও ভারতের অনেক শক্তিশালী সাধক বর্গ নেতাজীকে চিনতেন।

ভারতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তাঁর সহযোগীদের মধ্যে অনেকেই শক্তিশালী সাধকে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হল অন্নদা চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে তিনি মহান সাধক ও ধর্মগুরু অসীমানন্দ সরস্বতী রূপে পূজিত হন। তাঁর শিষ্য স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী, স্বামী দ্বিজেষানন্দ প্রমুখ। তাঁকে যারা দেবতাজ্ঞানে মান্য করতেন তারা যদি সন্ন্যাসী হয়ে থাকে, আর তিনি বাকী জীবন গৃহী হয়ে কাটাবে এটাই কি বলতে চান ওই সব পণ্ডিতরা? সেটা কি নেতাজীর পক্ষে গৌরবের হত?

বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং পথ দুর্ঘটনা,সাপের কামড়,আগুনে পুড়ে যাওয়া,জলে ডুবে যাওয়ার মতো বিপর্যস্ত মানুষের পাশে তৎক্ষণাত কি ভাবে দাঁড়াতে হবে এবং প্রাথমিক ভাবে কি করা উচিত,কি করা উচিত নয় সে সম্পর্কে সচেতনতার জন্য এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল সুন্দরবনের স্বরূখালিতে।মূলত ক্যানিংয়ের যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা,চিকিৎসক ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এই শিবির। সুন্দরবনের গোসাবা, বাসন্তী এবং ক্যানিং-১ ব্লক এলাকার উদ্যোগী মানুষজন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝড়খালি কোস্টাল থানার আধিকারিক প্রদীপ কুমার রায়,চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়,ডাঃ সুশান্ত নস্কর,ডাঃ মৃন্ময় বিশ্বাস,ডাঃ কার্তিক নাসিপুরি,ডাঃ দীপক,বিবেক কুমার,অসীম নাথ,হিমাংশু শেখর বসু,দেবাশীষ দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।এই বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে অনেকেই হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন ১০৫ টি ছোটবড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত। বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ইতিমধ্যে ৪৮ টি দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। বর্তমানে ৫৪ টির অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেই দ্বীপগুলির মধ্যে ঘোড়ামারা দ্বীপ প্রাকৃতিক কারণে প্রায় ধ্বংসের পথে।এছাড়াও প্রায় নিত্যদিন পথদুর্ঘটনা,সাপের কামড়,জলে ডোবার মতো বিপর্যের ঘটনা ঘটেছে চলেছে। পাশাপাশি প্রাথমিক ভাবে কোন সহযোগীতা না পাওয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে চলেছে।যে কারণে বর্তমানে বিপর্যস্তদের পাশে মানুষ কে প্রাথমিক ভাবে সিপিআর দিয়ে কি ভাবে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায় তারই প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতনতা করা হয়।বিশেষ করে সুন্দরবনের দ্বীপ এলাকায় কোন বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রচেষ্টার পর রোগী কে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে অনেকাংশে বিপদমুক্ত হবে।তা না হলে মৃত্যু ঘটবে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত মানুষের পাশে কি ভাবে দাঁড়াতে হবে সে বিষয়ে সতর্ক করে সচেতন করবেন।দুর্যোগের ঘটনা ঘটে গেলে প্রয়োজনে উদ্ধার কাজে হাত লাগাবেন।এছাড়াও পথ দুর্ঘটনা,জলে ডুবে যাওয়া,সাপে কামড়ানো,আগুনে পুড়ে যাওয়া মুমূর্ষ রোগীদের কে প্রাথমিক ভাবে সিপিআর সাপোর্ট দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে বিপদের ঝুঁকি থাকবে না। তারা সবসময় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন। আর প্রতিবেশীদেরকে ও এই বিষয়ে সচেতন করবেন। ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন 'আমাদের সকল কে এমন কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে শুধু সুন্দরবন নয়,রাজ্য তথা দেশের ও দশের মঙ্গল হবে।বিপর্যয়ে মানুষের মৃত্যু হার অনেকাংশে কমবে।

লোকসভার আগে নির্বিঘ্নে পঞ্চায়েত ভোট হবে তো

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবছর সময়মতো আর নির্বিঘ্নে পঞ্চায়েত ভোট হবে তো? নতুন বছর শুরু হতেই রাজ্যব্যাপী এই প্রশ্নই থেকে থেকে উঁকি মারছে। গতবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অপ্রীতিকর ঘটনার নিরিখে এই জল্পনায় জনতা জনার্দন যে এবার মেতে উঠবেই তা বোঝার মতো কোনওরকম রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বঙ্গবাসীর মানসপট থেকে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়কার দগদগে 'স্মৃতি' এখনও মুছে যায়নি।সেই নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে শাসকদলের একচেটিয়া আধিপত্য দেখে দেশব্যাপী বিভিন্ন মহলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেবার তৃণমূল কংগ্রেসের গাজোয়ারি মনোভাবের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ভোট প্রহসনের মারাত্মক অভিযোগ ওঠায় দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই কার্যত আরও একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে।

২০১৮ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে খুন, সন্ত্রাস, হুমকি, বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধাদান ও মারধর, ভোট বানচালের ঘটনায় বিভিন্ন মহল তোলপাড় হলেও রাজ্য সরকার কার্যত নির্লজ্জভাবে বোবা-কালার ভূমিকায় অভিনয় করে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য যাবতীয় অভিযোগকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে ভোটযুদ্ধের ময়দানে বিরোধীদের সাংগঠনিক দুর্বলতাকেই দায়ী করে স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। ঘুরেফিরে পাঁচ বছর পর আরও একবার রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। তবে, সেবারে ন্যক্কারজনক ঘটনার পরে বেশ কিছুটা দেরিতে হলেও দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী জনতা জনার্দনের কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছেন। এভাবেই তাঁরা কৃচ্ছসাধনের পথে নেমে প্রতিকূল পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের মনোভাব বোঝার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সুকৌশলে 'দিদির সুরক্ষা কবজ' কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছে। যা নিয়ে 'দিদির দূত' নামক দলীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে মন্ত্রী, নেতা-কর্মীরা দল-মত নির্বিশেষে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কথা পেড়ে মানুষের মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছেন। এসবের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় একাধিক অভাব-অভিযোগের প্রেক্ষিতে দিদির দূত'দের সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হচ্ছে। কোথাও বিধায়ক তো কোথাও হেভিওয়েট তারকা সংসদ সদস্য; কেউই গণক্ষোভের কবল থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে সামনে পেয়ে শিক্ষক নিয়োগ সহ আবাস

দুর্নীতির কথা তুলে ধরছেন, গতবার পঞ্চায়েত ভোট না দিতে পারার কারণ জানতে চাইছেন।এই সব দিদির দূত' প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্নবাণে কার্যত বেসামাল।এই অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে পড়ে ঘাসফুলের কোনও কোনও নেতা-কর্মী তো আবার শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশের পরোয়া না করেই মেজাজ হারিয়ে বসছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোরগোড়ায় এমনতর অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ খানিকটা চাপের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় এর থেকে বের হওয়ার বিকল্প রাস্তার খোঁজে নেমেছেন দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব।

২০২৪ সালে দেশব্যাপী লোকসভা নির্বাচন সংঘটিত হবে। এর ঠিক এক বছর আগেই অর্থাৎ চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে এরাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার রীতি তা এবার নির্দিষ্ট সময় মেনে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে কিনা এনিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে জল্পনার পারদ চড়ছে। এমনকি, এবারও সুষ্ঠুভাবে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশয়ের দোলাচলে রয়েছে গ্রামবাংলার একাধিক মহল। জনতা জনার্দনের একাংশের পাশাপাশি একাধিক মহলের অভিমত, শিক্ষক নিয়োগ সহ আবাস দুর্নীতি এবং একাধিক বেনিয়মের ঘটনায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে ঘরে-বাইরে ঘোরতর সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলেছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে নেতা-নেত্রীদের লাগামহীন দুর্নীতির কথা এখন সকলের মুখে মুখে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারও অস্বস্তির কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে দলের আগাপাশতলায় ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। এমন দুঃসহ পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জন দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের গুরুত্ব সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরকার কোন্দল প্রবল আকার ধারন করবে। যা কিনা আগামী লোকসভা নির্বাচনে পাড়ায় পাড়ায় বুথে বুথে ফের বিরূপ প্রভাব পড়ার প্রভূত আশঙ্কা থেকেই যায়। ঠিক ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে যেমনটি হয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য মানুষ ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোট দিতে পারেননি। পরের বছর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ সেই ক্ষোভ উগরে দেওয়ায় রাজ্যজুড়ে বিরাট জয়ের মুখ দেখেছিল বিজেপি। এবারে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সহ নানাবিধ দুর্নীতির কাঁটা মাথায় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে শামিল হতে হবে। কিন্তু, ২০১৮ সালের অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে এবারও যদি পাড়ায় পাড়ায় ফের ব্যাপক চাপা জনরোষ তৈরি হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাসফুল বাগান সংকটে পড়বে। তাই বিস্তর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগেই এবার পঞ্চায়েত ভোটযুদ্ধে শাসকদল সায় দেবে কিনা তানিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে।

অনেকেরই অভিমত, সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে রাজ্য সরকার নানা অজুহাতে পঞ্চায়েত ভোট পিছিয়ে দেওয়ার রাস্তায় হাঁটতে পারে। যেমনটা হয়েছিল বিগত পুরসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। ধারাবাহিকতার রীতি মেনে ২০২০ সালে এবং তার আগেও একাধিক পুরসভার ভোটগ্রহণ স্থগিত করে দিয়ে রাজ্য সরকার সেগুলিকে দীর্ঘদিন প্রশাসনিক ক্ষমতায় রেখে দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে কারণ হিসেবে অতিমারী করোনার আক্রমণের পাশাপাশি একাধিক অজুহাত' ছিল। যা নিয়ে বিরোধীরা সোচ্চার হয়েছিলেন। এবারেও তো করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে চারিদিকে যথেষ্ট শোরগোল পড়েছে। সেই আবহেই আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটএখন এটাই দেখার সময়মতো পঞ্চায়েত ভোট হয় কিনা। নাকি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেকেই তৃণমূল কংগ্রেস পাখির চোখ করায় রাজ্য সরকারের অঙ্গুলি হেলনে কোনওভাবে পঞ্চায়েত ভোট পিছিয়ে যায়।

মূর্তি পূজার ছলে...

প্রথম পাতার পর

নেতাজির প্রাণের শহর কলকাতা মহানগরীর প্রতি বছরের মতো নেতাজিময় হয়ে ওঠে এবং সেটাই স্বাভাবিক অথচ এই বঙ্গের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে নেতাজি সম্পর্কে যতটুকু তুলে ধরা হয়েছে তা অবশ্যই অপ্রতুল। বিশেষ করে বিদ্যালয় স্তরে নেতাজি সম্পর্কে ভুল পড়ানো হচ্ছে এমনটাও অধিকাংশ গবেষককুল মনে করেন। তবু ২৩ জানুয়ারি আসে যায় কিন্তু নেতাজিকে নিয়ে মিথ্যাচার অপসারণের প্রয়াস দেখা যায় না। জাতির দুর্ভাগ্য এখানেই।

বন্ধ গোবরডাঙা হাসপাতাল

প্রথম পাতার পর

এ কারণে জেলা পরিষদকেও বলছি। আমরা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে জানিয়েছি। আশা করি, খুব শীঘ্রই এটা খোলার ব্যবস্থা হবে।' জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী বলেন, 'একমাত্র চিকিৎসক অবসর নেওয়ায় হাসপাতাল আপাতত বন্ধ। বিষয়টি জেলা শাসক ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তবে হাসপাতাল চালানোর মত পরিকাঠামো জেলা পরিষদের নেই। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে ওপিডি চালানোর চেষ্টা চলছে।' মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, 'প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে। দ্রুত ওই হাসপাতালের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতি এক কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করে এই হাসপাতাল ভবন ও স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার করে এটিকে করোনা হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলে স্বাস্থ্য দপ্তর। স্থানীয় মানুষ ভেবেছিলেন, এবার হয়তো হাসপাতাল স্বাভাবিক হবে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর হাসপাতাল আবার করে খুলবে বা আদৌ খুলবে কিনা, এই প্রশ্নই এখন ফিরছে গোবরডাঙাবাসীর মুখে মুখে।

রেল প্রকল্প বিশবাঁও জলে

প্রথম পাতার পর

গ্রামের মানুষের দাবি, দিঘির উপর দিয়ে রেল লাইন পাতা যাবে না। ৫২ বিঘে দিঘির সামান্য অংশও রেল অধিগ্রহণ করতে পারবে না, কারণ এই দিঘির জল আশপাশের কয়েকশো পরিবার ব্যবহার করেন। সেচ, মাছ চাষ সবই হয়। অতএব দিঘিকে বাঁচিয়ে অন্য দিক দিয়ে রেললাইন পাতা হোক।

কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তাদের নকশা অনুযায়ী দিঘির ওপর দিয়েই রেললাইন তৈরি করতে চায়। এখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। ভাবাদিঘিতে মাছ চাষ ছাড়াও সেখান থেকে আমরা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাই। তাই রেললাইন পাততে হলে দিঘি বাঁচিয়ে তা করতে হবে। এদিকে গোঘাট পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়ে গেছে। ভাবাদিঘির পরও রেল লাইনের কাজ দ্রুত হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণ করে মাটি ফেলার কাজ সম্পূর্ণ। বিষ্ণুপুর থেকে ময়নাপুর হয়ে গোকুলনগর পর্যন্ত কাজও চলছে দ্রুতগতিতে। ভাবাদিঘির ওপর রেল লাইন পাততে পারলেই স্বপ্নের রেল প্রকল্প মানুষের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। এলাকার অর্থনীতি, সামাজিক চিত্রটাও বদলে যাবে।

উল্লেখ্য এলাকার মানুষের অভিযোগ, বৃহত্তর স্বার্থ দেখতে গেলে ক্ষুদ্রতর স্বার্থত্যাগ করতেই হবে। দিঘির পাড় দিয়ে কিংবা এর ওপর দিয়ে লাইন পাতা যেতেই পার। রেল মন্ত্রকের পদস্থ অফিসাররা রেলের নকশার বাইরে যেতে নারাজ। গ্রামের মানুষও এক ইঞ্চি দিঘি ছাড়তে চান না। এই জটিল আবর্তে আটকে গিয়েছে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথ। ২০১৭ সালের গোড়াতেই শুরু হয়েছিল কাজ। শেষ হওয়ার কথা ২০১৮তে। সেই সম্ভাবনা আর নেই। সব সমস্যা কাটিয়ে কবে আবার বেঁচে উঠবে বহু কাঙ্খিত এই প্রকল্প সেই আশায় দিন গুনছেন তারকেশ্বর ও বিষ্ণুপুরের মানুষ।

কেতুগ্রামে নোবেলজয়ী

প্রথম পাতার পর

তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে অসংখ্য তাঁতশিল্পীর সুদক্ষ হাতে নিপুণভাবে তৈরি হচ্ছে নানারকম শাড়ি, উন্নতমানের ড্রেস মেটেরিয়ালস, স্কার্ফ, স্টোল প্রভৃতি। এখান থেকেই নানা হাত ঘুরে এই সব তাঁতসামগ্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এভাবেই একসময় এই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের হাতেও এখানকার ড্রেস মেটিরিয়ালস পৌঁছে গিয়েছিল। এর গুনগতমান দেখেই তিনি এই তাঁত শিল্পের আঁতুরঘরের খোঁজে নেমে পড়েন। রঘুনাথ সিনহা বলেন, যেটুকু জানতে পেরেছি তা হল নোবেলজয়ী ডঃ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি তথ্যচিত্র তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন।সেই কারণে তিনি তাঁর টিম নিয়ে আরও একবার বেণীনগরে এসে তাঁতশিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি দেখে গেলেন। এদিকে নোবেলজয়ীর এই উদ্যোগে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন তাঁতশিল্পীরা। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিশ্ববন্দিত অর্থনীতিবিদের হাত ধরেই এবার তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পাবে।

মিঠুনের মহামিছিলে জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের আগে বঙ্গ সফরে আবার মহাগুরু। পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবার বঙ্গ সফরে এলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তীতে একটি বিজেপির প্রতিবাদ সভায় যোগ দেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার এছাড়াও এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল,রাজ্য বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার সহ অন্যান্যরা। তবে এদিন প্রচারের অন্যতম মুখ ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী।পঞ্চায়েতের আগে ফের বঙ্গ রাজনীতির ময়দানে জমিয়ে ব্যাট করতে নামলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন। আর অন্যান্য বারের মতো এই বারেও তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বুধবার বাসন্তীর ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে সোনাখালী বাজার পর্যন্ত প্রায় ৫ কিমি একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এই প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মিছিলে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা থাকলেও মিঠুন চক্রবর্তীকে স্বচক্ষে দেখতে রাস্তার দুপাশে ভিড় জমান বহু মানুষ। এমন কি তার চোখের চশমাও খুলতে বলেন অনেকে। তাদের কথা মতো চশমা খুলে তাঁদের দিকে কখনও হাত নেড়ে, কখনও জোড়হাত করতে দেখা যায় মিঠুনকে। বিভিন্ন জায়গায় মিঠুনের

উপরে পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁকে স্বাগত জানায় স্থানীয় বিজেপি নেতাকর্মীরা। এদিন মিঠুন চক্রবর্তী জানান, আমি রাজনীতি করি না। মানুষের নীতি করি। আমি নেতা নই। আমি ক্যাডার। নাম তুফান যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে। পাশাপাশি তিনি জানান, দল তাঁকে যে রকম নির্দেশ দেবে, তিনি সেই কর্মসূচিতেই শামিল হবেন। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পরিবারতন্ত্র নিয়ে তোপ ডাকেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। এছাড়াও সিএএ নিয়ে মানুষকে আশ্বাস করে বলেন যদি আপনাদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয় থাকে। তাহলে আপনাকে এই ভারতবর্ষ ছেড়ে কেউ তাড়াতে পারবে না।পাশাপাশি তিনি বলে আমি কথা দিচ্ছি, বেঁচে থাকলে প্রত্যেকটি মাটির বাড়ি পাকা তৈরী করে দেবো প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায়। কেউ রদ করতে পারবে না। এর পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের গলায় শোনা গেল ঝাঁঝালো বক্তব্যের সুর তিনি জানান, সুকান্ত মজুমদার এ দিন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিদির দূত প্রকল্প কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন এখন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দিদির ভূতেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। গরিব মানুষের মাথার ছাদ কেড়ে নিচ্ছে এই শাসকদলের নেতা নেতৃত্বরা। এর পাশাপাশি তিনি বলেন সিএ নিয়ে আপনাদের ভয় দেখানো হচ্ছে, যদি ভারতবর্ষে সিএএ লাগু হয় তাহলে আপনাদের যদি সঠিক পরিচয় পত্র থাকে তাহলে আপনাদেরকে ভারত বর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের কথা ভেবে যে অর্থ বরাদ্দ করছে সেই অর্থ গরিব মানুষ পাচ্ছে না। বরং সেই অর্থ ঢুকে যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের পকেটে। তিনি আরো বলেন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যটাকে ধ্বংস করছে। ধ্বংস করছে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে। সাধারণ মানুষ যাতে বিপদে পড়ে থাকে সেই চেষ্টাই করছে রাজ্যের এই সরকার। তাছাড়াও প্রতি বছর নদীর বাঁধ ভাঙছে। টাকা যাচ্ছে নেতাদের পকেটে। গরীব মানুষের জমি গ্রাস করছে নদী। এটা একটা নির্লজ্জ সরকার চলছে। এর অবসান হওয়া জরুরী।এদিন কর্মীদের উজ্জীবিত করার পাশাপাশি পঞ্চায়েত ভোটের রূপরেখাও তৈরি করেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পঞ্চায়েত ভোটে সাধারন মানুষকে ভয় ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সুকান্ত মজুমদার আহবান করেন।

কর্মাধ্যক্ষর ভাই গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১৭ জানুয়ারি ভোরে সাহাপুর চন্ডীতলা থেকে ট্রাক্টরে চার মেট্রিকটন কয়লা উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ। কাস্তোর গ্রামের শেখ রাজীব ও শেখ কাঞ্চনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে তাদের। উল্লেখ্য বীরভূম জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জয়নাব খাতুনের ভাই ধৃত কাঞ্চন। অন্য আর একটি অভিযানে সাহাপুর থেকে চারটি মোটরবাইকে কুড়ি কুইন্টাল কয়লা উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দেখে বাইক আরোহীরা পালিয়ে যায়। লিয়াড়া মোড় থেকে উদ্ধার হল কয়লাবোঝাই আরও একটি পিকআপ ভ্যান। ভ্যান থেকে ছয় মেট্রিকটন কয়লা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

পাইপ বসানো নিয়ে বোমা বাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মল্লারপুর থানার কোট গ্রামে বিরাজ শেখ ও ইব্রাহিম শেখের মধ্যে টিউবয়েলের পাইপ বসানোকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে ১৭ জানুয়ারি সাতসকালে ব্যাপক বোমাবাজিতে আহত হয় দুই পক্ষের পাঁচজন। বোমাবাজির পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র নিয়েও আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। জখম পাঁচজন মল্লারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় এবং মল্লারপুর থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানা গিয়েছে। বীরভূম জেলা তৃণমূল সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ তল্লাশি করে অস্ত্র বোমা উদ্ধার করছে।

গ্রেপ্তার আট দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১১ জানুয়ারি রাতে ৬০ নং জাতীয় সড়কের পলসা মোড় থেকে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ভোজালি, ছুরি, রড, সাইকেল চেন উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতরা হলো – শ্রীকৃষ্ণপুর পাকুরিয়া গ্রামের রাকিবুল আলম (২৬), রামপুরহাট পৌরসভা ১৬ নং ওয়ার্ডের চাকলামাঠের সৌরভ শেখ (২০), বগটুই পূর্বপাড়ার হাসিরুদ্দিন শেখ (২২), ঝাড়খন্ডের চিত্তরঞ্জন মিহিজাম হিলরুটের সুলিন্দার পাস্কি (২৮)। আগের দিন ১০ জানুয়ারি আর একটি অভিযানে গভীররাতে দুমকা রাস্তার সুঙ্কুচয়া মোড়ে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রসমেত চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার পাইপগান ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ধৃতরা হলো – আগ্রা জেলার এটায়ারা গ্রামের অর্জুন কুমার ও আকাশ কুমার,তারাপীঠ থানার খামেডভা গ্রামের আজফারুল সেখ এবং রামপুরহাট থানার লপাড়া গ্রামের সুদীপ ওরফে সুখেন দাস।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের দাবী পূরণ, স্থাপন হল ভগবান বীর বিরসা মুন্ডার মূর্তি

সুভাষ চন্দ্র দাশ : শেষ হল দীর্ঘদিনের আন্দোলন। স্বপ্ন পূরণ হল আদিবাসী মানুষের। গত মঙ্গলবার বিকালে বাসন্তীর বড়িয়া বিরসা মুন্ডা স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে বড়িয়া বাজার জনপ্রিয় ফুটবল ময়দানে স্থাপিত হল ভগবান বীর বিরসা মুন্ডার মূর্তি। মূর্তির উন্মোচন করেন আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বিরসা তিরকে। পাশাপাশি এলাকার মানুষের ইচ্ছায় ও ভালোবাসায় প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের মূর্তিও উন্মোচন হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য

দিয়ে এদিন ২৮ তম টুসু মেলার সূচনা হয়। মেলা চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। মেলায় থাকছে টুসু গান, ঝুমুর নৃত্য, হারিয়ে যাওয়া যাত্রাপালা, ছৌনাচ, বাউল গান, তরজা, কবিগান সহ বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন সুকরাম মুন্ডা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর, শিক্ষারত্ন নিমাই মালি, ভোলানাথ পান্ডে সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। আদিবাসী উন্নয়ণ পর্ষদের চেয়ারম্যান বিরসা তিরকে জানান, সুন্দরবনের বাসন্তীর বুকে ভগবান বীর বিরসা মুন্ডার মূর্তি প্রতিস্থাপিত হওয়া জরুরী ছিল। সেই কর্ম প্রচেষ্টা সফল করতে পেরে ভালো লাগছে।এছাড়াও সুন্দরবন সহ সমগ্র বাংলায় আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের বিষয়টি নজরে রয়েছে।

পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর কাজীপাড়ায় পীরবাবার মেলা বসে। সেই মেলায় মসজিদের সামনে কর্তব্যরত ছিলেন দাঁড়কা পুলিশ ক্যাম্পের ছোটবাবু পার্থসারথী সাহা। ১৭ জানুয়ারি রাত্রি দশটা নাগাদ ছোটোবাবুকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠলো দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পার্থসারথি সাহা সহ এক পুলিশ আধিকারিক আহত হন। তাঁর হাতে আঘাত লেগেছে। লাভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুবরাজপুরে তৃনমূলে ব্যাপক ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদির দূত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ খয়রাশোল ব্লকের কেন্দ্রগড়িয়া গ্রামে জনসংযোগে থাকাকালীন ১৪ জানুয়ারি বাবুইজোড় অঞ্চল তৃণমূল চেয়ারম্যান চিকিৎসক তাপস ঘোষের নেতৃত্বে ২০০ জন এবং উদয় গিরির নেতৃত্বে ১০০ জন বিজেপিতে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং বিধায়ক অনুপ সাহা। ধ্রুব সাহা বলেন, তৃনমূলের শেষের শুরু। বাবুইজোড়ের সঙ্গে ১৯৯৯ সাল থেকে আমার ব্যাক্তিগত সম্পর্ক। দিদির দূত কর্মসূচিতে শতাব্দী ও দেবাংশুকে বিক্ষোভ দেখানোর বিষয়ে জেলা সভাপতি বলেন, কবচ, মাদুলি কোনো কিছু কাজে লাগবে না। বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, পিসি ভাইপো ছাড়া তৃনমূলের পতাকা ধরার লোক থাকবে না। চোর আর তৃণমূল সমার্থক। দুবরাজপুর পঞ্চায়েতসমিতি প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা যশপুর অঞ্চল প্রাক্তন সভাপতি শেখ আলিম সহ কুড়িজন তৃনমূল পদাধিকারী ১৪ জানুয়ারি সিউড়ি কংগ্রেস কার্যালয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে। বীরভূম জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সম্পাদক চঞ্চল চ্যাটার্জী, অসীম মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক মৃনালকান্তি বোস সহ কংগ্রেস নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আলিম বলেন, তৃনমূলের দুর্নীতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করলাম। অসীম মুখার্জী বলেন, তৃনমূলে চোরের রাজত্ব চলছে ভদ্রলোকেরা থাকতে পারবে না। আগামী দিনে দুই থেকে তিনহাজার জন জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করবে। ডিওয়াইএফআই বীরভূম জেলাকমিটি সদস্য নূরুল হাসান এবং ইউনিট সভাপতি রমিউল হকের হাত ধরে ১৩ জানুয়ারি ময়ূরেশ্বর একনং ব্লকের সনকপুর গ্রামের তৃনমূলকর্মী ইলিয়াস কাঞ্চন সিপিএমে যোগদান করেন।

গ্রেপ্তার দুই তৃনমূলকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি ১ নং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর গ্রামে ১৪ জানুয়ারি বিজেপি কর্মী সম্মেলনে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃনমূলের বিরুদ্ধে। টেবিল চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। গুরুতর জখম হন সিউড়ি শহর বিজেপি সভাপতি সুনয়ন ভান্ডারী। তার চোখে মাথায় আঘাত লেগেছে। সিউড়ি হাসপাতালে স্ক্যান করা হয়। সুনয়ন বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে ভয়ের বাতাবরন তৈরি করতে অঞ্চল সভাপতি রঘুনাথ মন্ডল এবং তার ভাগ্নে সিভিক ভলেন্টিয়ার তাপস মন্ডল কুড়িজনকে নিয়ে হামলা চালায়। থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। সুনয়নকে দেখতে হাসপাতালে যান জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা।

মহানগরে

নগর বনসৃজনে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহর কলকাতার পরিবেশ সুরক্ষার তাগিদে আর্বান ফরেস্ট্রি বা নগর বনসৃজনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ১৩ জানুয়ারি তিনি বলেন, এজন্য কলকাতার কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর, পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবর ও কলকাতার বন্দর এলাকার অব্যবহৃত কিছু জায়গা পাওয়াও গিয়েছে। আগামী বর্ষা মরশুমের আগেই এইসব এলাকায় নগর বনসৃজনের কাজ শুরু করা হবে বলে মহানাগরিক জানিয়েছেন। কলকাতা পুর এলাকায় আর্বান ফরেস্ট্রিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কি আরও কিছু ট্যাক্স ছাড়ের কথা ভাবা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক জানান, কলকাতায় আর্বান ফরেস্ট্রিতে ট্যাক্স আমরা আগেই পুরোটা ছেড়ে দিয়েছি।

বছর শেষেও উঠল না এমবার্গো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগেই পুর ব্যয়ে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। সেই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা রেখে চলতি অর্থবর্ষ শেষ হতে চললো। প্রসঙ্গত, গত বছরের মার্চে পুর মহাধ্যক্ষ এক সার্কুলার জারি করে বলেছিলেন, পুর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং নয়া প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ তৈরির জন্য পুরপ্রতিনিধিদের ওয়ার্ডপিছু(কাউন্সিলরস্ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প) বাজেটে বছরে যে

২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যে ৬০ শতাংশ টাকার প্রাথমিক অনুমোদন কোষাগার থেকে দেওয়া হবে। আর বাকি ৪০ শতাংশ টাকা আপাতত কোষাগারেই থাকবে। নতুন অর্থবর্ষেও (২০২২ – '২৩) সেই সার্কুলার উঠলো না। এ প্রসঙ্গে ১৩ জানুয়ারি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, এ বছর আমাদের ৪৮ শতাংশ রাজস্ব আদায় হয়েছে। কিন্তু আমাদের যেটা সমস্যা সেটা হল পে-কমিশনে'র একটা বিরাট টাকা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এটা আমরা এখনও রাজ্য সরকারের থেকে পায়নি। এই টাকার জন্য খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এই বাড়তি মাইনে ও পেনশনের জন্য প্রতি মাসে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। তাই আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। আগে এটাকে সামলে নি। তারপর 'এমবার্গো' তোলার বিষয়ে ভাবা যাবে।' অতএব কাউন্সিলরস্ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে'র ৪০ শতাংশে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে।

প্রতিবছর বাজেট পেশের পর আর্থিক বছরের শুরুতেই পুর কর্তৃপক্ষের তরফে ব্যয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। একটি উন্নয়ন খাতে ও অপরটি রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। এই দুই খাতে কোনও বছর ৪০ শতাংশ পরবর্তী বছরে আরও ২০ শতাংশ ব্যয় করা হয়। আসলে কোনও কিছুতে ১০০ টাকা বরাদ্দ করা হলে, ৪০ টাকা সেই সংশ্লিষ্ট কাজে প্রথমে ব্যয় করতে পারবে। এবং পরে আরও ২০ টাকা খরচ করতে পারবে। অর্থাৎ ৬০ টাকা ব্যয় করলেও বাকি ৪০ টাকা খরচের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে। যা বছর শেষের কয়েক মাস আগেই তুলে নেওয়া হয়। তবে এ বছর উন্নয়ন খাতে এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতে উভয়ের ওপর এখনও ৪০ শতাংশ এমবার্গো তোলা নির্দেশ এখনও জারি হল না।

পার্কিং ফিজ নগদে নয়, অ্যাপে

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় কলকাতা পুর এলাকার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কমবেশি ৫০০ টি বৈধ কার পার্কিং লটে পার্কিং ফিজ আদায় ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করলো কলকাতা পুরসংস্থা। মধ্য কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে ১৮ জানুয়ারি নয়া কেএমসি কার পার্কিং অ্যাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডিজিটাল কার-পার্কিং ব্যবস্থার সূচনা করলেন কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এদিন মহানাগরিক বলেন, এই অ্যাপের মাধ্যমে কলকাতার কোন্ কোন্ রাস্তায় কার-পার্কিং লট রয়েছে, কোন্ লটে কত গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সেখানে গাড়ি রাখার আর জায়গা আছে কী না? সেসব এই অ্যাপের থেকে জানা

যাবে। অনলাইনে পার্কিং ফিজ আদায় হওয়ায় এই ফিজ আদায়ে স্বচ্ছতা আসবে। প্রতি ঘন্টা একটি চার চাকা গাড়ি রাখতে কলকাতা পুরসংস্থা কত টাকা নির্ধারিত করেছে, তা এই অ্যাপলিকেশনে দেখা যাবে। এদিন পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে ডিজিটাল পার্কিং ব্যবস্থা কলকাতার ৬৮টি পার্কিং লটে চালু হল। এইসব পার্কিং লটের এজেন্সি কর্মীদের হাতে এদিন মোট ১২৫টি 'পয়েন্ট অফ সেল' (পিওএস) মেশিন (ট্রায়াল রান) তুলে দেওয়া হল। আগামী তিন মাসের মধ্যে কলকাতা পুর এলাকার সর্বত্র এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। এবং দু'চাকার গাড়িও এই কেএমসি পার্কিং অ্যাপে যুক্ত করা হবে। প্রত্যেক পার্কিং জোনে ডিজিটাল বোর্ড বসবে। কোনও গাড়ি প্রতি ঘন্টায় কত টাকা পার্কিং ফিজ দেবে, তা দেখা যাবে পার্কিং জোনের ইলেকট্রনিক স্ক্রিনে। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতার নগরপাল বিনীত কুমার গোয়েল, কলকাতা পুরসংস্থার মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার, পুর কার পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

টয়লেটে নারী–পুরুষে বৈষম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার যে সুলভ কমপ্লেক্স (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট) গুলি রয়েছে, তার অধিকাংশ সেন্টারে দীর্ঘদিন ধরে নারী-পুরুষে বৈষম্য চলছে। শুধুমাত্র টয়লেট হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে ২ টাকা ধার্য হলেও নারীদের ক্ষেত্রে ৩ টাকা নেওয়া হচ্ছে। ইদানীং আবার অনেক সুলভ কমপ্লেক্সে একই প্রয়োজনে গেলে নাগরিকদের ৫ টাকা পর্যন্ত দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৮ জানুয়ারি কলকাতা পৌরসংস্থার মাসিক পৌর অধিবেশনে এমন অভূতপূর্ব অভিযোগ উত্থাপন করেন কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধি মৌসুমী দাস। তিনি ওই অভিযোগে আরও বলেন, শুধু এখানেই শেষ নয়, বহু সুলভ কমপ্লেক্সের কর্মীরা

ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ আছে। মৌসুমী ঘোষের প্রশ্ন, সংবিধানে নারী-পুরুষ সমানাধিকার থাকলেও কলকাতার সুলভ কমপ্লেক্সে এমন বৈষম্য কেন? শুধু তা-ই নয়, সুলভ কমপ্লেক্স গুলির রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা এবং টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে বাড়তি কোনও বাড়তি কোনও নজরদারি চালুর পরিকল্পনা কী পৌর কর্তৃপক্ষের আছে? এবিষয়ে পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার বলেন, মৌসুমী ঘোষ যে প্রশ্নটি করেছেন, সেটি খুবই যথার্থ। আমাদের কলকাতা শহরে যে, পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট গুলি আছে, সেগুলিতে মহিলা-পুরুষদের জন্য কোনও আলাদা অর্থ নেই। এটার ব্যবহারিক দিক যেমন – স্নান করা, টয়লেট হিসাবে ব্যবহার করবে, পটি হিসাবে ব্যবহার করবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু টাকার পরিমাণ আলাদা-আলাদা হবে। কিন্তু মহিলা-পুরুষদের জন্য সমান অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। যদি কোনও জায়গায় কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, তবে আমাদের জানাবেন, আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। পর্যায়ক্রমে জানিয়ে রাখি, আমরা ইতিমধ্যেই মহানাগরিকের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কলকাতা শহরে যতোগুলি পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট আছে, সবগুলোই আধুনিক ভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। সম্প্রতি টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। কয়েকটির ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় একাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মরু বিজয়ের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ জানুয়ারি রবিবার শ্যাম বাজারের সেরাম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মরু বিজয় সংস্থার শিল্পীদের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে মরু বিজয় শিল্পীদের পরিবেশনায় বরেণ্য শিল্পীদের কথা ও গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন দ্বারা। এছাড়া আমন্ত্রিত শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করেন সংস্থার কর্ণধার মৌসুমী মুখার্জি। মরু বিজয় গড়ে তোলার নেপথ্যে কর্ণধারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার স্মরণ করান সংস্থার এক শিল্পী রত্না চৌধুরী সরকার। সঞ্চালনায় ছিলেন জয়দীপ ভট্টাচার্য।

স্বামীজীর জন্মতিথি

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' (ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত ১৯০২ সাল) উদ্যোগে সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও ভাস্কর রায়চৌধুরীর সুন্দর সঞ্চালনায় 'বিশ্ববরেণ্য বীর সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের' ১৬১তম বর্ষ শুভ জন্মতিথি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। 'ঠাকুর রামকৃষ্ণের যন্ত্র সেবক বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে ও মা সারদাদেবী ভগিনী নিবেদিতার মহান জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী শোভনানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সৌমী চ্যাটার্জী। ঐদিন সকালে মঙ্গলারতি, হোম, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, বেদপাঠ, স্তবগান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। সহযোগীতা করেন রঞ্জন রায় প্রমুখ সভ্যবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ।

লেন্স বার্তা

শীতের রবিবারগুলোয় উপচে পড়ছে মানুষের ঢল, আলিপুর চিড়িয়াখানায়।

প্রভাতী আলোয় উজ্জ্বল মরশুমী ফুল। ছবি : অভিজিৎ কর।

সম্প্রতি পুরুষ নির্যাতনের বিপক্ষে একটি সংগঠন বিনা অর্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতা ম্যাগাজিন মেলায় তারা প্রচারে।

কর্নাটকের কোয়েম্বাটুর রেস্ট হাউসের বাথরুমের জানালা দিয়ে বাঘ এবং কুকুর দুজনেই ঢুকে পড়ে এবং প্রায় ১২ ঘন্টা ধরে বাথরুমের মধ্যে দুজনেই আটকে ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা হলো চিতা বাঘটা ক্ষুধার্ত হলেও সে কুকুরটাকে আক্রমণ করেনি।

এখানে ওখানে

ডাক্তারবাবুর স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসংখ্য সাধারণ মানুষের আবেগমথিত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে কাটোয়ার রূপকার ডাঃ হরমোহন সিংহের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার খাজুরডিহিতে অবস্থিত সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার 'আনন্দ নিকেতন' প্রতিষ্ঠান চত্বরে রবিবার বিকেলে এই স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সেবামূলক সংস্থা 'আনন্দ নিকেতন'-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ হরমোহন সিংহ গত ২৮ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনে শতবর্ষের মাইলস্টোন ছোঁয়ার মাত্র একমাসের মাথায় গত ১ জানুয়ারি গভীর রাতে পরলোকে গমন করেন। ডাঃ হরমোহন সিংহ একাধিকবার বিধায়ক থাকাকালীন তিনি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাতে কাটোয়ায় নজির সৃষ্টি হয়েছিল। যেকারণে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি কাটোয়ার রূপকার' রূপে পরিগণিত হন। এখনও কাটোয়াবাসীর কাছে তিনি সেই রূপকার রূপেই রয়ে গিয়েছেন।এমন একজন মানুষের প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই কাটোয়াবাসী শোকার্ত। এদিনের স্মরণসভায় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ডাক্তারবাবুর অসংখ্য অনুরাগী শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি

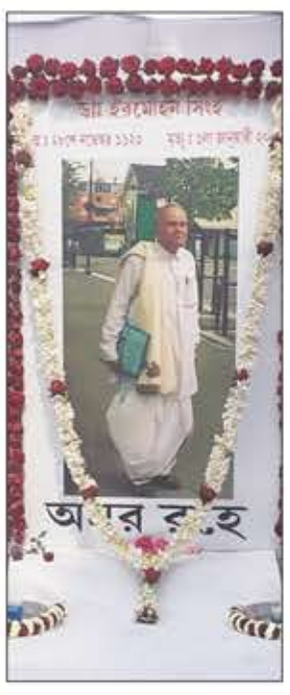

সুভাশিস সিংহ বলেন, আনন্দ নিকেতনের মূল ভবনটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন ডাঃ হরমোহন সিংহের আবেদনে অসংখ্য মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমদানের মাধ্যমে সেই কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছিলেন। সেই মূলভবনের সামনেই আয়োজিত ডাক্তারবাবুর স্মরণসভায় তখনকার স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণ করেন।স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণ করেন।

কাটোয়ায় বইমেলা, পূর্বস্থলীতে কৃষিমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ জানুয়ারি থেকে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় ৩১ তম বইমেলা শুরু হল।কাটোয়া শহরের কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন ময়দানে আয়োজিত এই বইমেলার মঙ্গলবার বিকেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া মহকুমাশাসক অর্চনা পি ওয়াংখেড়ে, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল, কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা, কাটোয়ার বিশিষ্ট জনদরদী চিকিৎসক গোবিন্দরাম মান্না প্রমুখ। সদ্যপ্রয়াত তথা 'কাটোয়ার রূপকার' প্রাক্তন

বিধায়ক ডাঃ হরমোহন সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এবারের বইমেলায় মঞ্চটির নামকরণ করা হয়েছে। বইমেলায় সবমিলিয়ে অর্ধ শতাধিক স্টল রয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মেলাপ্রাঙ্গনে প্রত্যহ নানাবিধ আলোচনাসভা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রয়েছে। বইমেলা চলবে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে, প্রত্যহ রাত আটটা পর্যন্ত মেলার আয়োজনের মধ্যে শীতের আরামদায়ক পড়ন্ত বিকেলেও পুস্তকপ্রেমীদের ভিড়ে উপচে পড়া স্টলের চেনা ছবিটা দু'দিনেও খুঁজে পাওয়া গেল না। খাঁ খাঁ মেলা চত্বরের দৃশ্য বড়ই বেদনাদায়ক। অন্যদিকে, এই জেলারই পূর্বস্থলী-১ নং ব্লকের শ্রীরামপুরে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী জমজমাট কৃষি, প্রাণীসম্পদ ও হস্তশিল্প মেলা ১৮ জানুয়ারি রাতে শেষ হল। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এই মেলার সমাপ্তি সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

বড়িশা বইমেলা

শ্রাবণী সেনগুপ্ত : বড়িশার ঐতিহ্যমণ্ডিত চন্ডীমেলার প্রাঙ্গণে গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ২৬ শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্য্যন্ত সোনারতরী আয়োজিত তৃতীয় বড়িশা বইমেলা অনুষ্ঠিত হল।১৭ই ডিসেম্বর আলোকমালায় সজ্জিত একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলাম আমরা।অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সখেরবাজার গীতাঞ্জলি পার্কের থেকে শোভাযাত্রা সহকারে। এই শোভাযাত্রাকে অন্যমাত্রা দিয়েছিল যেমন খুশি সেজে শিশুদের, এবং রণপা ধারীদের যোগদান। বইমেলার মঞ্চে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে কাকলি মজুমদারের তত্ত্বাবধানে শতকণ্ঠের নান্দীগান পরিবেশিত হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই সময়ের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, চন্দন চক্রবর্তী। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায়, চন্ডী পূজা ও মেলা কমিটির সভাপতি ড.তন্ময় রায়চৌধুরী (আই.পি.এস.), দেজ প্রকাশনীর কর্ণধার সুধাংশু শেখর দে, দেবসাহিত্য কুটিরের রূপা মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এই সময়ের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সোনারতরী ও বড়িশা বইমেলার সভাপতি। অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক পার্থ চক্রবর্তী, সম্পাদক বিমান গুহঠাকুরতা,অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ সুব্রত(শঙ্কর)ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক সাহানারা খাতুন এবং দেবাশিস মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ ড.স্বপন কুমার দাস, সাংস্কৃতিক সচিব শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য,কবি ঋত্বিক ঠাকুর প্রমুখ। এই বইমেলায় কলেজ স্ট্রিট পাড়া এবং আঞ্চলিক প্রকাশকদের মহামিলন ঘটেছিল। প্রায় ৩৫টি বুকস্টল ও লিটল ম্যাগাজিন হাবের সমাবেশে সেজে উঠেছিল এই প্রাঙ্গণ। দেজ, দেবসাহিত্য কুটির, আপনজন, সীমন্ত প্রকাশনী, শিশু কিশোর একাডেমি, হিউম্যান রাইটস্ সি পি ডি আর প্রভৃতি, এছাড়াও দুষ্প্রাপ্য পুরনো বইয়ের স্টল মেলাটির আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। সোনারতরীর প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী রানী গুহ ঠাকুরতার প্রতি উৎসর্গীকৃত সাংস্কৃতিক মঞ্চে বইমেলার প্রতিটি দিনই নানান ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, একক এবং সমবেত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবি সম্মেলন, অণুগল্প পাঠ, শ্রুতি নাটক, বিশিষ্ট জনেদের স্মারক বক্তৃতা এবং সেমিনার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।বইমেলার সমাপ্তি পর্বটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে পুরস্কার বিতরণীর এবং সোনারতরীর শিল্পীদের সমবেত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বড়িশা বেহালার অধিবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের মধ্য দিয়ে এই মেলাটি সাফল্য লাভ করে।

পয়লা মাঘ মেলায় উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঘের প্রথমদিনে সমগ্র জেলা তথা রাজ্যের নজর জয়দেবের মতো সুবিখ্যাত বাউল মেলার দিকে থাকলেও অনেক ছোটখাটো মেলাও কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। ঠিক যেমন নানুরের ঈশানীর উৎসস্থলে সারি সারি জিলিপি,তেলেভাজা, মনোহারী,খেলনা প্রভৃতি দোকান নিয়ে বসা মাঘের প্রথমদিনে একদিনের নানুরের উকরুন্দীর বাবাজি পাড়ের মেলা এলাকাবাসীর কাছে মিলনমেলা। এখানে হাজির হয় দূরদুরান্তের মানুষও। আর সম্পূর্ণরূপে গ্রামের গন্ধমেশা এই মেলার দায়িত্বভার বহন করে উকরুন্দী শিবকালী যুব সমিতি তথা গ্রামবাসী। প্রাচীন রীতি মেনে আয়োজন করা হয় মহোসব তথা পঙক্তিভোজেরও আর তাতে অন্তত হাজার দশেক মানুষ অংশগ্রহণ করে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এখানকার প্রসাদ পেটের অনেক রোগ দূর করে। সারাদিন ধরে একদিনের সন্ন্যাসী পুজোর মেলা হয়ে গেল ময়ূরেশ্বর থানার ঢেকা অঞ্চলে। সকাল দশটায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত চলা এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ লোহার তৈরি গৃহস্থালির দ্রব্য ও কাঠের তৈরি আসবাবপত্র। আর তাই বীরভূমের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলার ও অনেক মানুষ আসেন একদিনের এই মেলায় কেনাবেচার জন্য। আর সব মিলিয়ে একদিনের এই ঢেকার মেলা যে যথেষ্টই জনপ্রিয় তার বলার অপেক্ষা রাখে না। আর জেলার দুই প্রান্তের দুটো মেলাই কিন্তু একদিনের হলেও সাধারণ মানুষের কাছে আবেগের স্থল কারণ এই একটি দিনের জন্যই সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকেন এলাকাবাসীরা।

বিবেকানন্দ জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীপুর কড়িধ্যা অঞ্চল সোসাইটির (ভরসা) উদ্যোগে কড়িধ্যা তেঁতুলতলা মোড়ের ত্রিনয়নী ক্লাব চত্বরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের হাতে শ্রবন যন্ত্র ও কম্বল তুলে দেওয়া হয়। নিজে শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও জগন্নাথ মাহারা দুঃস্থ বাচ্চাদের নিয়ে গড়ে তুলেছে বিদ্যাসাগর পাঠশালা। জগন্নাথকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। যোগাসন পরিবেশন করে পড়ুয়া রিক পাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কড়িধ্যা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের শিক্ষিকা সুজাতা সাহা দাস। ট্রাফিক ওসি সুমন প্রামাণিক, আইনজীবী নিত্যানন্দ পৈতিনডী,বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীকান্ত ঘোষ, ব্রজ মন্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

মাঙ্গলিকী

এক অন্যরকম মেলা

উজ্জ্বল সরদার

মেলা মানেই মিলনক্ষেত্র, হরেক রকম জিনিসের কেনা বেচা। সাধারাণত মেলায় আমরা নতুন নতুন জিনিসপত্র কিনেই অভ্যস্ত। কিন্তু মকর সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর থানার দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে এক মাস ব্যাপী পুরানো জিনিসের এক চমকপ্রদ মেলা বসে বিস্তৃত মাঠ জুড়ে। এতদঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন মকর সংক্রান্তির স্নান করতে আসেন এখানকার আদি গঙ্গা বা কাটি গঙ্গায়। তারপর দলে দলে ঘুরে বেড়ান এই বড় মেলায়। এই মেলার সিংহভাগ দোকানদার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। মেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতী বিশেষ নজরকাড়া। এই মেলাতেই পুরানো আসবাবপত্র, বই-খাতা, দৈনন্দিন ব্যাবহার্য যাবতীয় জিনিসপত্র থেকে শৌখিনদ্রব্য, খেলনা, পুতুল, মোবাইল, টেলিভিশন, বাদ্যযন্ত্র প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। তবে এই বছর মেলাতে নতুন জিনিসের পসরা সাজিয়েও বসেছে বেশ কিছু দোকান। বছরের পর বছর চলে আসা এই মেলা, গত দুই বছর বন্ধ ছিল কোভিড পরিস্থিতির জন্য। উল্লেখ্য মেলায় ক্রেতা হিসাবে গ্রামের সাধারণ মানুষকে যেমন

দেখা গেল তেমনি, কলকাতার উচ্চবিত্ত শৌখিন শখের মানুষ বা বাংলার বাইরের বিক্রেতাদেরকেও দেখা গিয়েছে ভিড় জমাতে। মেলার এক বিক্রেতা গিয়াসুদ্দিন শেখ বলেন, আমরা সারা বছরভর বিভিন্ন জায়গায় থেকে পুরানো জিনিসপত্র কিনে কিনে সংগ্রহ করি, এই মেলায় এসে তা সব বিক্রি করি। কত ধরণের মানুষ কত কি যে খুঁজে যাচ্ছেন তার কোন সীমা নেই। তবে ভাগ্য ভালো হলে, অমূল্য সম্পদও অনেকে পেয়ে যান এই মেলা থেকে। কার কপালে কি জুটবে, কে জেনে বসে আছে...!!! সত্যই এই মেলা অনেকের যে বরাত খুলে দেয় তা বলাইবাহুল্য। মেলার উদ্যোক্তারা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে মেলা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এখানে। স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর, অগ্নি নির্বাপণ দপ্তর, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা সব রকমের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন এই মেলা পরিচালনার জন্য। এতো হাজারে হাজারে দর্শনার্থীর ভিড় সমাগম এই মেলায় হলেও মেলাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সবসময়। ইউরোপীয় মহাদেশের বিভিন্ন দেশে পুরানো বা অ্যান্টিক দ্রব্যের মেলা দেখা যায় বেশ জাঁকজমক ভাবে। দক্ষিণবঙ্গের এই মেলাও তেমন মেলার একরূপ। পুরানো জিনিসপত্রের এমন চমকপ্রদ মেলা সমগ্র বাংলা জুড়ে দেখা যায় না বললেই চলে। আবার মেলার মাঠের হালুয়া পরোটা খাদ্য গুনে অতুলনীয়। এই মেলায় বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি সময়ে এই দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন বংশ পরম্পরায় তারা। এক মাস সময়কালের এই মেলা হলেও মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যেই মেলার বেশিরভাগ জিনিসপত্র শেষ হয়ে যায় বলেই জানা যায়।

শুরু হল ডোমজুড় উৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্তী : শীতের পরশ গায়ে মেখে বাঙালি মেতেছে উৎসবে। গ্রাম কিংবা শহর সকলে উৎসবে মাতোয়ারা। হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত প্রাচ্য ভারতী স্টেডিয়ামে শুরু হল 'সমস্বর' আয়োজিত 'ডোমজুড় উৎসব'।

এবারের ভাবনা 'আমার প্রিয় ডোমজুড়'। এই উৎসব ঘিরে বসেছে মেলা। প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, যাত্রাপালা, ম্যাজিক শো, পুরস্কার বিতরণী সহ গুণিজনদের সম্বর্ধনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকছে রক্তদান শিবির। এই মেলায় থাকছে মনোহারী দোকান। বিভিন্ন খাবারের স্টল, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। ১৩তম এই মেলা চলবে ১৪ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা প্রকাশ

মলয় সুর : বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার উদ্যোগে ২০তম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান রবিবার ১৫ জানুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হল। উদ্দেশ্য হল সর্বস্তরে চেতনার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি। প্রথমপর্বের অনুষ্ঠানের সূচনায় মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিমাসিক জানুয়ারি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এছাড়া বহরমপুর থেকে দিলীপ কুমার দাসের সম্পাদনায় 'বিজ্ঞান ভাবনা' বইটি প্রকাশ হয়। এদিন অন্বেষক পত্রিকার সম্পাদক প্রবীর বসু বলেন, ২০৩ সালে পত্রিকাটি প্রথম চালু হয়। তখন পত্রিকার দাম ছিল ১ টাকা। বর্তমানে ২০ টাকা হয়েছে। এতে মূলত বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখা রয়েছে। যে সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয়েছে কুসংস্কার, জাতি ভেদাভেদ পরমানু, সমুদ্র সংখ্যা, করোনা, হিমালয়,

এবারের সংখ্যা নোবেল। বইটির প্রকাশত জয়দেব দে এ প্রসঙ্গে বলেন, ১০ হাজার বই প্রকাশিত করার টার্গেট রয়েছে। এজন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন জেলাতে বইটি ছড়িয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আগামী এপ্রিল সংখ্যায় নদী সম্পর্কে লেখা থাকবে। এদিন চাকদহ কলেজের বহু পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা হাজির হন। তাছাড়া বহুদূরদূরান্ত থেকে আগ্রহ বিজ্ঞান মনোভাব সম্পর্কিত আলোচনা পর্বে অনেকেই ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনা হয়। সেই বিষয়গুলি বিজ্ঞান বিভাগে আকাশবাণীতে কর্মরত ডক্টর মানস প্রতিম দাস দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠ ধ্বংসের পথে এবং ব্রিটিশদের তৈরি শৈলশহর দার্জিলিংয়ে এরকম ঘটনার বিপর্যয় ঘটে তার সম্পর্কে আলোচনা করেন কোচবিহারের শিক্ষক অমিতাভ চক্রবর্তী। ওনার প্রিয় জায়গা বক্সা পাহাড়। ক'দিন আগে স্কুলের ছাত্রদের সেখানে ট্রেকিংয়ে নিয়ে যান। দেখেন কমলালেবু গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। আর পরিবেশও প্রচুর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এভাবে অন্যরা আলোচনা করেন। চন্দন সুরভি দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, শিক্ষক অনিন্দ্য দে, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার প্রমুখ।

বৈষ্ণবদের মৎস্য মেলা কৃষ্ণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৈষ্ণব সমাজ মৎস্যের কথা শুনলে লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু অনেক গোঁসাই-ই জানেন চৈতন্য-নিত্যানন্দ যুগ থেকে আজও এই বঙ্গে সমাজে চলে আসছে বৈষ্ণবদের মৎস্য মেলা। পোশাকি নাম উত্তরায়ণ মেলা। হরেক প্রজাতির মাছ নিয়ে সে এক এলাহি আয়োজন। এমন একটি স্থানে এই মেলা বসে যা একেবারে চেনা, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের জন্মস্থান দেবানন্দপুরের পড়শি গ্রাম কৃষ্ণপুরে। মেলার ইতিহাস জানতে ফিরে তাকাতে হবে। ৫১৬ বছর ধরে এই মাছ মেলা হয়ে আসছে। তখন সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন হিরণ্য দাস মজুমদার। তাঁর নয়নের মণি ভাইপো রঘুনাথ দাস গোস্বামী। মাত্র ১৫ বছর বয়সে হেঁটে চলে গিয়েছিলেন পুরী। সেখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দেখা পান। রঘুনাথের ভক্তিতে খুশি হয়ে একটি কৃষ্ণমূর্তি উপহার দিয়েছিলেন তিনি। কৃষ্ণপুরে ফিরে বাড়িতে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রঘুনাথ। দিনটা ছিল পয়লা মাঘ। অচিরেই ধার্মিক বৈষ্ণব হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এই সময় এক কাণ্ড ঘটল, তাঁর শ্রীপাঠে হাজির

হলেন ৭০০ বৈষ্ণবের একটি দল। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তাঁদের বায়না ছিল অদ্ভুত। খাবার পাত্রে ইলিশ মাছের ঝোল চাই। সঙ্গে আমের চাটনি। রঘুনাথ অসময়ে ইলিশ পাবেন কোথায়? আবার বৈষ্ণব সেবার ত্রুটিও রাখতে চান না। শেষে আরাধ্য দেবতার শরণ নিলেন। জমিদার বাড়ির পুকুরে জাল পড়ল। জাল থেকে উঠল বড় বড় সাইজের দুটি ইলিশ। আর পাশের আমগাছ জুগিয়েছিল বৈষ্ণবদের টক খাওয়ার রসদ। সেই থেকে শুরু মাছের মেলার। দৈত্যের আকারে তেলাপিয়া, ভেটকি, সার্ডিন থেকে শংকরমাছ। আছে বড় ধরনের ইলিশও। এমনই নানা স্বাদের নানা প্রজাতির নানা আকারের মাছ। দূর দূরান্ত থেকে আসেন খদ্দের ও মেলার পাশেই মাছ ভেজে খান অনেকে। আবার পিকনিকের আসর জমিয়ে তোলে।

ভোরের কোকিল সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ১৫ জানুয়ারি শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে অনুষ্ঠিত হল ভোরের কোকিল সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন। প্রথমেই প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক গবেষক ও সাহিত্যিক ডক্টর সমীর শীল। এছাড়াও ছিলেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক গৌরব চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু দক্ষতায় পরিচালনা করেন ভোরের কোকিল সাহিত্য পরিষদের কর্ণধার তথা সম্পাদক তাপস কুমার বর। সাধারণ সম্পাদক

আশীস মণ্ডল ও মুখ্য উপদেষ্টা বিউটি দাস সহ অন্যান্যরা এদিন ভোরের কোকিল বইটির তৃতীয় খণ্ড উন্মোচিত করেন। বিশ্ববরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয় সহদেব দলুই, অর্ণব দত্ত, সুরজিৎ কোলে ও ডালিয়া রায়কে। নৃত্য পরিবেশন করেন পিউ রায়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধৃত। পরে তিনি সাবলীল ভঙ্গিমায় আবৃত্তি করে দর্শকদের আকৃষ্ট করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশ্ব বাংলা সাহিত্য মঞ্চের তরফ থেকে কর্ণধার তাপস কুমার বরের হাতে কাব্যসাথী সম্মান তুলে দেওয়া হয়।

চেতলা আসরের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সব পেয়েছির আসরের সারা জেলা ব্যাপী পতাকা উৎসব সম্পন্ন হলো। এই উৎসবে সকল শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে সোনার কাঠি ভাইবোনেরা তাদের এলাকা বিশিষ্ট জনেদের এবং সরকারি আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে গিয়ে পতাকা তুলে দেন। এই রীতির মাধ্যমে নিজেদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে চলার এক মাধ্যম। এই অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিল চেতলা আসরও।

দু বছর বিরতির পর এই বছর আবার প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে ২৩ জানুয়ারি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করবে চেতলা আসর। সারা চেতলা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে পরিক্রমা করা হবে। শুরু হবে সকাল ১০টায় এলাকার বিশিষ্ট এবং আসরের সকলে উপস্থিত থাকবে।

কবিতা

গুহাজীবন
রফিক উল ইসলাম

আমি আমার সেদিকে ছুঁড়িনি, যেদিক দিয়ে
তোমরা আমার গুহায় আসতে পারো।
অতিসতর্ক চোখের পাতা
বিছিয়ে রেখেছি, যাতে তোমাদের ছায়ারাও চুক্তি
শিবির থেকে
অক্ষত ফিরে আসে। এত করেও রক্তাক্ত সেই
পায়ে পায়ে
পথ ঠেলে, ঘর হারিয়ে, ছায়া হারিয়ে নিঃস্ব
সমাগমে
কেন এলে আমাকে আবার ভুল প্রমাণের ছলে !

আমার কিছু বর্শা আছে, মাটির নীচে হাঁড়ির ভিতর
জমানো কিছু মাংস। এটুকু নিয়ে দিব্যি আমার
কেটেই যেত অরণ্যকাল। যদি চাও তো এসব
নাও,
আমার কোনও পরোয়া নেই। শুধু তোমাদের
পায়ে মাথায়
পাথরের দাগ না লাগে। যেন তোমাদের ছায়ারাও
ঠিক তোমাদের সঙ্গী এবং স্বাধীন হয়ে ওঠে ...
(দঃ২৪ পরগণা)

শেকড়ে যদিও
অরুণ পাঠক

বাঁকা আকাশের পবিত্রতাকে দেখি
বাঁকা আমারই অমীমাংসিত চোখ –
পূর্ণিমাতর দেহকে দ্বিপ্রহরে
উল্লঙ্ঘনে পরিমিতি শেখা হোক।

নদী উড়ে এল পাখির ডানায় চেপে
লালন গানের স্তব্ধতা ভরা মায়া
ফকির ? না বাবা, নিরুদ্দেশের ডাক
শরীরের মত পৃথিবীও এক কায়া।

আমার শরীরে ক্ষুধা এক মহাজন
মনে যাওয়া আসা করে সিরাজের জল
দু চক্ষু চেপে ভাত-রে খাই গিলে
মাথার ভেতরে স্বর্গ ও রসাতল।

তুমি দেখো এক ভগ্নদূতের বাসা
আমাকে কাহিল করেছে সুঠাম বিষে
শেকড়ে যদিও সমাবর্তন জাগে
দেখা না দেখার গভীর অহর্নিশে।
(দঃ২৪ পরগণা)

আমি ছড়ার পাখি
মানস চক্রবর্তী

আমি হলাম ছড়ার পাখি – সাত সকালের রোদটা
মাখি।
উড়ে বেড়াই ডালে ডালে, নাচি নানান ছন্দ তালে
মেখে হাওয়া ডানার পালে
মিষ্টি সুরে ডাকি, আমি ছড়ার পাখি।
আমি হলাম ছড়ার পাখি – আমার সাথে উড়বে
নাকি ?
কবির মনে আমার বাসা – করি সেথায় যাওয়া–
আসা,
নানান রঙে সে ঘর ঠাসা –
খুশির ছবি আঁকি, আমি ছড়ার পাখি।
আমি হলাম ছড়ার পাখি – কণ্ঠে সুধা ভরে রাখি।
নীল আকাশের উদার বুকে – সুর ঢেলে দিই
মনের সুখে,
মন ভোলানো হাসি মুখে –
ভুবন খোলে আঁখি, আমি ছড়ার পাখি।
(উত্তর বাওয়ালী, নোদাখালি, দঃ২৪ পরগণা)

জীবনের পথ চলা
নির্মল কুমার প্রধান

ফণীমনসার ঝোপে পা রাখা বড় দায় !
অজস্র কাঁটা মুখ তুলে আছে
দূরে দূরে ধূ ধূ বালির নিঃসঙ্গতা
জনহীন প্রান্তরে নেই দরদী পান্থপাদপ –
তাই ভয় হয়, বড় ভয়, ভীষণ ভয় !
রক্ত ঝরানো, যন্ত্রণা পোহানো
স্বজনসঙ্গহীনতায় বেপরোয়া ধূলিঝড়
মরু আলেয়ার নিভৃত ডাক, শূণ্যতার ভ্রূকুটি,
দুস্তর পথ চলা বড় দুষ্কর, সত্যিই দুষ্কর।

এই সাজানো গুছানো সমাজটায়
নুড়িকণা মেশানো চালের মত
শুধু ছলনার আশ্রয় আর দ্বিধাহীন প্রশ্রয়ে
কাঁটা, ঝোপ, আলেয়া-ছল, শূন্যতার গহ্বর
স্বার্থপরতার ছোপ ছোপ অন্ধকার –
আদিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে রেখেছে বিপন্নতা,
তার মাঝে পথ চলাটাই জীবনের স্বায়ত্তশাসন।
(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

আমার রামমোহন
সৌমিত বসু

সমাজটা কোনো বিষয়ই নয়
শুধু ঠিকঠাক কতগুলো মানুষ চাই
যারা নির্ভুল ইতিহাস লিখবে।

যারা কোনোদিন বিদ্যাসাগরের গায়ে এঁটে দেবে
না
চরিত্রহীনতার ছাপ
গলা ফাটিয়ে বলবেনা রামমোহন ইংরেজদের
দালাল
কামুক হর্ষবর্ধনকে সাজিয়ে দেবে না দানবীর নামে
কিংবা আনপড় সমুদ্রগুপ্তের হাতে বীণা ধরিয়ে
তাকে যত্নে দেবতা করে তুলবেনা মুদ্রার ওপিঠে।

বিকৃত ইতিহাস পিঠে নিয়ে
আমরা হেঁটে চলেছি হাজার হাজার বছর
কতোগুলো লোভী সমাজ হাতে হাত দিয়ে
উদযাপন করেছে সেই তুবড়ে যাওয়া সময়ের
গন্ধ।

ওগো রামমোহন
তুমি না থাকলে ন বছরের মেয়েটি
আজও সতী হতো কিনা বড়ো কথা নয়
সবচেয়ে বড়ো কথা আজও আমরা অন্ধকূপে বসে
মেয়েদের চোখের জল দিয়ে দেয়ালে ছবি
আঁকতাম
আর সেই ছবি উল্লাসে বয়ে নিয়ে যেত একটা অন্ধ
সমাজ।
শতাব্দীর পর শতাব্দী।
(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

শুশ্রুষা
বনানী চক্রবর্তী

আর একটু গলাকে বাড়িয়ে বলি ... কোন পর্দায়
পৌঁছালে মেঘ ভেঙে আসবেই বৃষ্টি আঁধার ... এ
পৃথিবী খরাই জানে যে শুধু, কাঁটাঝোপে ঠোঁটের
ও কষ বেয়ে রক্তও ঝরে যায় ... আমরাতো
কোনও দিন পরিযায়ী ছিলাম না কখনো ...
(কলকাতা-৮২)

সূর্য হওয়ার আগে
অবশেষ দাস

আড়াল থেকে তোমাকে অনেকেই দেখছে
হিংসা, বিগলিত ক্রূরতা ও রিরংসা
সময়ের বন্ধুরা তোমাকে বলবে না।
আকাশ ও নদীর অনুচ্চারিত সে কাহিনি।
আড়ালের রক্ত, পুঁজ গভীরতা পুরাণের মেঘনাদ
জানে।
অনেকেই তোমাকে তীক্ষ্ণ শরের মতো লক্ষ্য
রাখছে।

মেঘবৃষ্টির সাম্রাজ্য কখনও কখনও বিশ্বজয়ী মনে
হয়।
আত্মজয়ী তোমাকে আড়াল করার সাধ্য তার
নেই।
বেগুনগাছের ছায়া কি কখনও ঢেকে রাখতে পারে
বটগাছের মহাকবিতা ?

সূর্য ওঠার আগে কত পাখপাখালি ডেকে ওঠে
রাত্রি ধোয়া পৃথিবীর গায়ে ভোরের আলো ফোটার
আনন্দ
ঘাস ও মাটির গন্ধে লেখা হয়, উত্তরণ, শস্যের
কবিতা

এই ঐশ্বর্যময় আহ্বান কিংবা ডাকটুকুর অপেক্ষা

চারদিকে কেমন হাওয়া বইছে, লীলাচঞ্চল হাওয়া
তুমি আড়াল থেকে সূর্য ওঠার গল্প হয়ে যাও।
(পিখিরা, ফতেপুর, দঃ২৪ পরগণা)

একালের ছাত্র
রতন নস্কর

ইস্কুলে গেলে কাকা টাকা মেলে সহজে
পড়াশোনা ঢোকেনাকো চাপ বাড়ে মগজে
দুপুরেতে পাই খেতে হয়না তো কষ্ট
ঘরে বসে থাকা বৃথা সময়টা নষ্ট
তাই যাই বই পাই খাতা পাই দিস্তা
আঁক কাটি ছবি আঁকি নদী আঁকি তিস্তা
পাশ ফেল কিছু নেই ক্লাশে আমি উঠছি
কুঁড়ি থেকে আমরাতো ফুল হয়ে ফুটছি।
আমরাতো একালের আধুনিক ছাত্র
মোবাইলে লিখি শিখি ঘামাইনা গাত্র।
(সরিষা – বোসপাড়া, দঃ২৪ পরগণা)

নদীর কাছে জলজ ছায়ায়
আবু রাইহান

তোমার স্পর্শের উষ্ণতায় মোহনীয় আবেশ
ছড়ানো
সান্ধ্য নদীপথ ধরে এই যে কাঙ্খিত ভালোবাসার
সঞ্চারণ
এটাই আসলে আমাদের দুজনের
আজন্মলালিত প্রকৃত সম্পর্কের রসায়ন
এই ক্ষণিক প্রাপ্তি যাপিত জীবনে ছড়ায় অব্যক্ত
মায়া
ফেরিঘাটের পাশে নির্জনতায় পড়ে থাকে
আলো অন্ধকারে বটগাছের রহস্যময় ছায়া
প্রিয় চুম্বন রেখে নদী চলে গেল স্পর্শ থেকে
অনেক দূরে
জলের কাছে বসেএকাকী শূন্যতা যাপন করি
স্বপ্নিল ঘোরে
অসহনীয় এই শূন্যতার দহন ...
ভালোবাসা সম্পৃক্ত হলে শরীর চায় নিবিড়
আলিঙ্গন
আর আকণ্ঠ চুম্বনের ভেতর অশরীরি অবগাহন।
নদীর গভীরে সতত প্রবহমান অন্তঃশীলা স্রোত
সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে জাগিয়ে তোলে মহাজাগতিক
এক বোধ।
(পূর্ব মেদিনীপুর)

টিকটিকি
সনত ঘোষ

টিকটিকিরে টিকটিকি, লেজ বাঁকিয়ে বল দেখি
ভাবছি যা তা ঠিক না কি
রাতদিন চার দেওয়ালেতে ঘুরে বেড়াস এদিক
ওদিক।
কথার ফাঁকে হঠাৎ করে উঠিস ডেকে টিক টিক
টিক্।
টিক্ টিক না ঠিক ঠিক কী যে বলিস যায় না বোঝা
ডাক শুনে তোর আঙুল ঠুকে বোকার মত সত্যি
খোঁজা
কখনো দেওয়ালে ঘাপটি মেরে ভাবুক হয়ে থাকিস
চুপ
কখনো হঠাত তরতরিয়ে মেঝের মধ্যে পড়িস
টুপ।
সবার মনের কথা বুঝিস ভাবখানা তোর আজব
ভারি
জ্যোতিষগিরির এ হেন কথায় হয় না জেতা,
শুধুই হারি।
(খালোড়, হাওড়া)

পুনরায়
নাগসেন

দিগন্ত কি কোনোদিন প্রতারণা
করছে কারোর সাথে
আকাশের কোন পার নেই
তবু সব পারে ভালোবাসা জেগে থাকে

আমরা ক্ষুদ্রতা শিখি প্রতিদিন
শেখাই পড়াই – চতুর্দিক করে তুলি
বিষাক্ত জঙ্গল

এসো পূর্বরাগ শিখি পুনরায়
অনুরাগে বেজে উঠুক প্রতিটি সকাল
(দঃ২৪ পরগণা)

রাত পেরিয়ে
ভরত বৈদ্য

দুঃখের আঁচল ভেজা রাত ঝাপসা অশ্রু নদী সাত
প্রাণ ওষ্ঠাগত তীরে সব হারিয়ে গেছে ভিড়ে
বিদায়ের বয়স স্মৃতি নিয়ে বিবাহের বাসর ভেঙে
গিয়ে
হাঁটতে পেলাম নাকো কেউ অপমান হচ্ছি পেটকে
নিয়ে

শীতের আলিঙ্গন বুকে ঠনাঠন কাঁপছে মুখে মুখে
রাতের ঘুমের ঘোরে নেশা চলে যায় শত
ভালোবাসা।
আমি কী ভাঙ্গা বাজারের ক্রেতা ! তামাশার
জঠর-বন্দী ব্যাথা।
নৌকার বিশ্রাম নোঙর ফেলে – ভাটার টানে চলে
গেলে।
(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

ইচ্ছে
ভীমচন্দ্র ঘোষ

জানি খেলা শেষ হবে একদিন
সকাল বিকাল কাজে ও অকাজে
দূরন্ত রঙের নেশায় থমকে দাঁড়াই
দূর অতিদূরে মেঘের ছায়া,
পলাশ শিমূলের রঙে রঙে।
উৎসবে আমি চলমান গতিতে
রক্তের তরল উত্তাল ঢেউয়ে,
পাশে আছি, একান্ত কাছে,
পাশাপাশি মুখোমুখি
ইচ্ছে করে একবার ছুঁয়ে যাই
এ জীবন বোধে।
(শতল, কলসা, ফলতা, দঃ২৪ পরগণা)

হেঁটে যাব
বক্রেশ্বর মণ্ডল

তোমার আন্তরিক সম্ভ্রম
রৌদ্র-বাতাস কিংবা নদী
শিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে
লোমশ এবং বুদ্ধিমান নাচনের ভিতর
দাবানলের জন্ম দেয়
তবুও জন্মের কাছে
বোধিবৃক্ষের জন্যে স্বপ্ন থেকে যাবে
দায় ও আদায়ের সঙ্গে
হেঁটে যাব মহান মানুষের উত্তাপে
(দঃ২৪ পরগণা)

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611

রোনাল্ডো মহিমায় সৌদি যেন এক ভিন্ন গ্রহ

শুভদীপ ব্যানার্জী

বিশ্বকাপের আবহেও লাইমলাইট নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। যার সূত্রপাত হয়েছিল নিজের তৎকালীন ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে। কাতারে বিশ্বকাপ চলার মধ্যেই ম্যান ইউ–রোনাল্ডোর মধুচন্দ্রিমায় ফুলস্টপ পড়ে যায়।

ক্লাবহীন হয়ে হয়তো এমনিতেই মানসিক চাপে ভুগছিলেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। সেই চাপ যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পর্তুগালের হেডস্যার ফের্নান্দো স্যান্তোস। এরকম একজন সুপারস্টারকে তিনি ম্যাচের পর ম্যাচ প্রথম একাদশেই রাখার প্রয়োজন মনে করলেন না! ঝড় ওঠে বিতর্কের। স্যান্তোসকে নিয়ে এই সমালোচনার যজ্ঞে ঘি পড়েছিল যখন বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল পর্তুগাল। রোনাল্ডো না খেলানোর জন্যই হার, এই অভিযোগ তুলে স্যান্তোসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ফুটবল বিশ্ব। সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই হয়তো বিশ্বকাপের পর সরে দাঁড়াতে হল স্যান্তোসকে।

বিশ্বকাপ শেষেও খবরের শিরোনামে থাকার অভ্যাস পালটাতে পারেন সিআর সেভেন। তখন রোনাল্ডো–ভক্তদের কৌতূহলের কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত, জাতীয় দল থেকে তিনি অবসর নিচ্ছেন কি না। দ্বিতীয়ত, এবার কোন ক্লাবের জার্সি গায়ে দেখা যাবে গ্রহের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারকে। প্রথমটির উত্তর আজও মেলেনি। অর্থাৎ এখনই যে পর্তুগালকে বিদায় জানাচ্ছেন না রোনাল্ডো, তা একপ্রকার নিশ্চিত। আর ক্লাব সংক্রান্ত বিষয়ে গুঞ্জনটা অনেকদিন ধরেই চলছিল। সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরেতে যে মোটা অঙ্কের চুক্তিতে সই করতে চলেছেন রোনাল্ডো, বিশ্বের সমস্ত প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমই এই খবর প্রকাশ করেছিল। সত্যি হল রটনা। রোনাল্ডোর মতো তারকা প্রথমবার কোনও এশিয়ার ক্লাবে খেলার জন্য পা রাখলেন।

রীতিমতো ফুটবল জ্বরে কাঁপতে শুরু করে সৌদি আরব। পর্তুগিজ উইঙ্গারকে মহাসমারোহে বরণ করে নেওয়ার জন্য যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা হার মানিয়েছিল বিশ্বকাপের ফাইনালকেও! আল নাসের স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। টেলিভিশনের পর্দাতেও

চোখ রেখেছিলেন কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী। নিমেষে আকাশ ছোঁয়া হয়ে যায় আল নাসেরের ফলোয়ার সংখ্যা। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্যও। আর্জেন্টিনা–ফ্রান্সের মধ্যে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটির চেয়েও বেশি মানুষ দেখেছে আল নাসের ক্লাবের তরফে রোনাল্ডোকে বরণ করে নেওয়ার অনুষ্ঠান। যার অর্থ ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় বা লিওনেল মেসির মাথায় অধরা মুকুট ওঠার বাস্তবায়নকে কার্যত একাই গ্রাস করে নিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নামক ব্যক্তিত্ব।

সবই তো হল। তবুও পিছু ছাড়ল না 'রোনাল্ডো–টপিক'। এবার শুরু হল তাঁর অভিষেক নিয়ে জল্পনা। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি না পাওয়ায় আল নাসেরের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলা হয়নি সিআর সেভেনের। রাগের মাথায় এভারটনের এক ভক্তের ফোন ভেঙে ফেলায় দুই ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছিলনে রোনাল্ডো। ফিফার আইন অনুযায়ী, মহাদেশ বদলে ফেললেও প্রিমিয়ার লিগে পাওয়া নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে তারপরই মাঠে নামতে হবে তাঁকে। তাই আপাতত মাঠের বাইরে তিনি। তবে খবরের বাইরে নন। রোনাল্ডোর জন্যই কপাল পুড়লো ক্যামেরুনের ফরোয়ার্ড ও অধিনায়ক ভিনসেন্ট আবুবকরের। বিদেশি কোটায় এতদিন তিনিই ছিলেন সৌদি ক্লাবটির ভরসা।

এরকমই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে যার সঙ্গে রোনাল্ডোর প্রত্যক্ষভাবে কোনও যোগযোগই নেই। কিন্তু 'তুমি রবে নীরবে'র মতোই না থেকেও যে রয়েছেন তিনি। যেমন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড হঠাৎ একটি নতুন নিয়ম চালু করেছে। ফুটবলারদের বেতন বৈষম্য নিয়ে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ইউনাইটেডে কোনও ফুটবলারকে সপ্তাহে ২ লক্ষ পাউন্ডের বেশি বেতনে চুক্তিবদ্ধ করা যাবে না। বর্তমান দলে যারা আছেন তাদের বেতন যদি এর বেশি হয়ে থাকে, তাহলেও কমাতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার পাউন্ড বেতন পেতেন রোনাল্ডো। তিনিই ছিলেন ক্লাবের সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত ফুটবলার। জানা গিয়েছে, ম্যান ইউ এই অলিখিত নিয়মের নাম দিয়েছে 'রোনাল্ডো রুল'।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, রোনাল্ডোর জন্য দেশের আইনকে 'অন্ধ' বানিয়ে ফেলল সৌদি আরব! আড়াই বছরের চুক্তি করার পর নিজের সঙ্গিনী জর্জিনা রদ্রিগেজ ও সন্তানদের নিয়ে সৌদিতে আছেন তিনি। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের রক্ষণশীল মুসলিম দেশটির শরিয়াৎ আইন অনুযায়ী, বিয়ে না করে একত্রবাস বা লিভ টুগেদার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে বেআইনি হলেও রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে দেশটির কর্তৃপক্ষ 'চোখ বন্ধ করে রাখবে'। অর্থাৎ একত্রবাসে বাধা দেবে না। এক আইনজীবী পরিষ্কার জানিয়েছেন, 'সৌদি আরবের আইন অনুযায়ী বিয়ে ছাড়া একত্রবাস অবৈধ। কিন্তু সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে চোখ বন্ধ রাখার নীতিতে চলতে শুরু করেছে। কাউকে আর এর জন্য শাস্তি দিচ্ছে না। তবে কোনও সমস্যা বা অপরাধ সংঘটিত হলে এই আইন প্রয়োগ করা হয়। যদিও বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে এখন পুলিশ বা প্রশাসন আগের মতো কড়াকড়ির পথে বেছে নিচ্ছে না।'

ফিরে আসা যাক মূলস্রোতে। সমস্ত অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে তাহলে রোনাল্ডোর অভিষেকটা কবে হচ্ছে? এটাই এতদিন লাখ টাকার প্রশ্ন ছিল ফুটবলপ্রেমীদের কাছে। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। সৌদি আরবের ফুটবলে নিজের অভিষেক ম্যাচটা পিএসজির বিপক্ষেই খেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অর্থাৎ ফের মুখোমুখি হলেন আধুনিক ফুটবলের দুই মহাতারকা মেসি–রোনাল্ডো। হয়তো শেষবারের মতো। সঙ্গে অনুঘটক হিসাবে তো নেইমার–এমবাপ্পেরা ছিলেনই। ১৯ জানুয়ারি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আল হিলাল ও আল নাসেরের সম্মিলিত দল রোনাল্ডোর নেতৃত্বে খেলল ফরাসি জায়ান্ট পিএসজির বিপক্ষে। ম্যাচটির টিকিট পেতে যে রকম হাহাকার দেখা গিয়েছিল, তাতেই গ্যালারি হাউসফুল হওয়ার অনুমান করা হয়েছিল। বাস্তবে হলেও তাই।

সৌদিতে মেসি বনাম রোনাল্ডো দ্বৈরথের টিকিট এবং বিশেষ টিকিট যে অর্থে বিক্রি হয়েছে, অত বেশি দামে কখনও কোনও ফুটবল ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই এই ম্যাচ চাক্ষুস করার সৌভাগ্য হয়নি অনেকেরই। তাই রোনাল্ডোকে নিজের চোখে একঝলক দেখার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও তিন দিন। সৌদি আরবের লিগে রোনাল্ডোর অভিষেক হবে ২২ জানুয়ারি, আল ইত্তিফাকের বিপক্ষে। সেদিনই মহা তারকার দর্শনে হাপিত্যেস মিটবে বাকিদের। তবে পরিস্থিতি যা, তাতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মহিমায় সৌদি আরব যেন এক ভিন্ন গ্রহে পরিণত হয়েছে।আর সৌদিতে অভিষেকে জোড়া গোল করে রাঙালেন সিআর সেভেন। দর্শকরা গ্যালারিতে বসে দেখলেন মেসি–এমবাপ্পের গোলও। এক কথায় সৌদিতে এই দিন ফুটবলের মহাযজ্ঞ থেকে উৎসবটা বিন্দুমাত্র কম ছিল না। ম্যাচটিতে পিএসজি জিতল ৫–৪ গোলে। নেইমার গোল না পেলেও পিএসজির হয়ে রামোস, মারকুইনহোসরা স্কোরশিটে নাম তুলেছেন। তবে মহাতারকাদের মহাসমারোহেও সকলের নাকের ডগা দিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কারটা কিন্তু উঠেছে সেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর হাতেই।

জাতীয় ক্যারাটেতে সোনা ক্যানিংয়ের প্রিয়াংশু'র

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবিশ্বাস্য! জাতীয় কলারিপাইট্টু ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগেই সোনা জিতলো ১৭ বছরের প্রিয়াংশু দাস। ৭ থেকে ৮ জানুয়ারি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের পেলামমেডু পিএসজি ইনডোর কমপ্লেক্সে আয়োজিত হয় জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানশীপ–২০২৩। অংশ গ্রহণ করেছিল কেরালা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ,লক্ষৌ সহ অন্যান্য রাজ্যের প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী। সকলকে তাক লাগিয়ে 'মেপায়াত্তু', 'উর্মি', 'চুভাড়ু' ও 'ফ্রী হ্যান্ড ফাইট' প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করে প্রিয়াংশু দাস। ৪ বিভাগেই গোল্ড মেডেল জিতে সুন্দরবনবনের ক্যানিং তথা বাংলার সম্মান জাতীয়স্তরে পৌঁছে দিয়েছে এই কিশোর।

ক্যানিং ষ্টেশন লাগোয়া ফুটপাথের সামান্য একজন ফল বিক্রেতা দম্পতী দীপঙ্কর দাস ও বনশ্রী দাস। তাদের এক ছেলে, এক মেয়ে। প্রিয়াংশু ক্যানিং ডেভিডসেশন হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বিগত ২০১৭ কেরল রাজ্যের কান্নুর স্টেডিয়ামে ক্যারাটে কালারিপায়াট্টু প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে সাতটি রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল পেয়েছিল সে। ২০১৮ সাবজুনিয়র ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে পঞ্জাবের গুলবার্গ ব্যাডমিন্টন হলে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাবজুনিয়র ক্যারাটে ফাইট' প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান দখল করে গোল্ড মেডেল পায় প্রিয়াংশু। ২০১৯ এ আর্ন্তজাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য শ্রীলঙ্কা যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেও অর্থনৈতিক অনটনের জন্য যেতে পারেনি প্রিয়াংশু। ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ানশীপ ২০২২–এ ৩১ আগষ্ট প্রিয়াংশুর মুকুটে যোগ হয় দু–দুটি স্বর্ণ পালক।

আন্তর্জাতিক স্তরের পৃথিবী বিখ্যাত জাপানী ক্যারাটে ট্রেনার সেইকো নিশিমুরা (Seiko Nishimura) ২০১৮ সালে এক পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে প্রিয়াংশু সম্পর্কে জানিয়েছিলেন ছোট্ট প্রিয়াংশু আগামী দিনে আন্তর্জাতিক স্তরের বড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে ভারতবর্ষের সম্মানকে উচ্চশিখরে পৌঁছে দেবে। তাঁর সেই ভবিষ্যতবানী ২০২৩ এ প্রতিফলিত হল। এবারের প্রতিযোগিতা শেষে প্রিয়াংশুর হাতে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন ডঃ সামসরণ(আইএএস),ডঃ আর রুদ্রামূর্তি,ডঃ বাইজু ভার্গিস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আন্তর্জাতিকস্তরে দেশের সম্মান উজ্জ্বল করায় খুশি জাতীয় কলারিপায়ট্টু ইন্ডিয়ার সদস্য পরশ কুমার মিশ্র।তিনি প্রিয়াংশুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আগামী দিনে প্রিয়াংশুর ইচ্ছা,কলারিপায়ট্টু অর্থাৎ মাদার ওফ মার্শাল আর্টকে বিশ্বের আঙিনায় পৌঁছে দেওয়া। পাশাপাশি দেশের সেনাবাহিনী তে যোগ দিয়ে দেশকে সুরক্ষিত করার কাজে মগ্ন হতে বদ্ধ পরিকর প্রিয়াংশু।

বিরাট রাজ্যে সেনাপতি গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাইশগজের যুদ্ধে নামার আগে শেষ চার ম্যাচে তিনটি শতরান হাঁকিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। মেজাজটা ছিল একেবারে রাজার মতো। কিং কোহলির ধ্বংসাত্মক ফর্ম দেখে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হয়েছিল কিউইদের থিঙ্কট্যাঙ্কের মাথায়। স্বাভাবিক ভাবেই নিজামের শহরে মঞ্চটা সাজানো ছিল বিরাটের জন্যই।

কিন্তু যুদ্ধে যে বিরাট একা নামেননি, তা হয়তো ভুলে গিয়েছিল কিউই শিবির। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে শতরান করে একটা আভাস দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু নিউজিল্যান্ড হয়তো বাচ্চা ছেলে ভেবে সেই হুঙ্কারকে পাত্তাই দেয়নি। ভারতীয় দলে সেই শুভ শক্তির উত্থানে পর্যুদস্ত হতে হল ব্ল্যাক ক্যাপসকে। বিশ্বের কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে দ্বিশতরান করে শুধু নিউজিল্যান্ডকে নয়, শুভমন গিল যেন গোটা ক্রিকেট বিশ্বকেই বার্তা দিয়ে রাখলেন, বিরাটের সেনাপতি

তৈরি। চলতি বছরের শেষে দেশের মাটিতে বসতে চলেছে ওডিআই বিশ্বকাপের আসর। বিশ্বসেরার এই মহাযজ্ঞে ভারতের তুরুপের তাস যদি বিরাট কোহলি হন, তাহলে গিল নিঃসন্দেহে রাহুল দ্রাবিড়ের লুকিয়ে রাখা আস্তিনের ঘোড়া। ৪৯তম ওভারে বিপক্ষ বোলিংয়ের সেরা অস্ত্র লকি ফার্গুসনকে প্রথম তিন বলে ছক্কার হ্যাটট্রিক সেরে যেভাবে সেঞ্চুরিকে ডাবলে পরিণত করলেন পঞ্জাব তনয়, তার জন্য কোনও প্রশংসাই হয়তো যথেষ্ট নয়। নাইট সংসারের প্রাক্তন এই যোদ্ধার শটে যেরকম মাখনের ওপর ছুরি চালানোর মনোরম দৃশ্য ফুটে ওঠে, আধুনিক যুগে বিরাটের উইলো ছাড়া এই তৃপ্তি হয়তো কেউ দেননি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার সবে শুরু করেছেন গিল। ওডিআই ক্রিকেটে হাজার ক্লাবের সদস্য হলেন সবেমাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে একটি দ্বিশতরান হাঁকিয়ে রেকর্ডবুকের বেশ কিছু অধ্যায়ে নিজের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে ফেললেন পঞ্জাব কি পুত্তর। ২৩–এর তারুণ্যে অনুজের এই ব্যাটিং ডাগআউটে বসে নিশ্চয় উপভোগ করছিলেন অগ্রজ বিরাট। ৩৪–এর অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটলে এই জুটি যে বিশ্বসেরার মঞ্চে যে কোনও দলের কাছেই ত্রাসের সঞ্চার ঘটাবে, তা বলাই যায়।

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরের মতো এবছরও ১৭ জানুয়ারি বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল। উদ্বোধন করা হয় অধ্যক্ষা ড. মুনমুন নাথের বক্তব্যের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন আলোকিত করেন প্রাক্তন ফুটবলার

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনুষ্ঠানের সৈয়দ রহিম নবী এবং প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার ইন্দ্রনী সরকার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি নিরুপম ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান স্যার কে কে গুপ্ত, ড. বলরাম, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ভিসা গুপ্তা এবং বিবিআইটি কলেজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সকাল ১০টায় পতাকা ড্রিল শুরু হয়। তারপর একে একে প্রথম শ্রেণী থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ক্যারাটে শো, পিরামিড ও আরও অনেক রকমের ড্রিল হয়। সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় হয় বিদ্যালয়ের চারটি হাউজের মার্চ পাস্ট। এই সময় মাঠটি যেন নতুন সাজে সেজে ওঠে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ছাত্রছাত্রীরা সত্যই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সব দিক থেকে প্রথম স্থান পায় গঙ্গা হাউজ।ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন হাউজের ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কৃত হয়। তবে সব মিলিয়ে গঙ্গা হাউজের জয়লাভ হয়।

ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ছোটমোল্লাখালিতে শেষ হল দু দিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয় সোনারপুর নবারুণ সংঘ। ছোট

মোল্লাখালি স্পোর্টিং সোসাইটির উদ্যোগে ষষ্ঠ বর্ষের ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের আসর বসেছিল স্থানীয় মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ ময়দানে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ১৬ টি ক্রিকেট দল অংশ গ্রহণ করে। বরিবার টুর্ণামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। দিনের আলো কম থাকায় ৬ ওভার খেলা হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান করে বারাসত স্পোর্টস্ মন্ত্রা।জবাবে ব্যাট করতে নেমে সোনারপুর নবারুণ সংঘ ৩ বল বাকি রেখে ১০৪ রান করে ৫ উইকেটে জয়লাভ করে। খেলা শেষে এদিন সন্ধ্যায় জয়ী ও রানার্স দলের হাতে পুরস্কারের সুদৃশ ট্রফি তুলে দেয় টুর্ণামেন্ট কমিটির কর্মকর্তারা। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পলাশ জোতদার, স্বরূপ ভৌমিক, বরুন মন্ডল, সঞ্জয় দাস, তাপস নস্কর, তন্ময় মন্ডল, বাবাই সেন।

জানা–অজানা সফরে

মায়ের টানে জয়রামবাটি

মলয় সুর

বাঁকুড়া জেলায় স্বনামখ্যাত তীর্থক্ষেত্র বলতে একটাই। জয়রাবাটি। ১৯৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর এই গ্রামের জন্ম দিয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী সারদাদেবী। কোনও বাঙালী নারীর এরকম বিশ্বজোড়া খ্যাতি দ্বিতীয় জনের নেই। সেই হিসেবে অনেকের কাছে তিনি বিশ্বমাতা। যাঁর স্নেহস্পর্শে ভগিনী নিবেদিতার মত বিদেশী নারী ও ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন। এই দেশের সেবায়

নিয়োজিত হয়ে, নিজের দেশে ফিরে যাননি। এরকম বহু মহীয়সী নারীর মাতৃরূপিনী ছিলেন দেবী সারদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছেও তিনি শুধুমাত্র স্ত্রী নন, সংঘ জননী। বিশ্বের মানুষের কাছে তাই জয়রামবাটি তীর্থক্ষেত্র। দেবী সারদার জন্মভিটে পরিদর্শনে আসছেন স্বদেশ–বিদেশের অনুরাগীরা। মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিতে। পবিত্র ভূমিকে স্পর্শ করে নিজেকে কিছুটা ধন্য করতে। সেই আসার বিরাম নেই। বছরে যে কোনও সময় থাকে পর্যটকদের ঢল। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ১১৮ কিলোমিটার। ফলে একদিনের ট্যুরেও কেউ কেউ ছুটে আসছেন এখানে। সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফিরে যাচ্ছেন। থাকারও কোনও অসুবিধা নেই। রয়েছে মাতৃমন্দির যাত্রীনিবাস, বিবেকানন্দ যাত্রীনিবাস এবং বেশ কয়েকটি থাকা–খাওয়ার হোটেল। ১৯২৩ সালে গড়ে ওঠা অপূর্ব মাতৃমন্দির। ভেতরে মায়ের মর্মর মূর্তি। শ্বেতশুভ সেই মূর্তি যেন জীবন্ত। মাতৃমন্দিরের কাছাকাছিই আছে পুরাতন বাড়ি এবং নতুন বাড়ি। খড়ের চালা এবং মাটির পুরনো বাড়িতে দেবী সারদা বাস করেছেন ১৯১৫ সাল পর্যন্ত। নতুন বাড়িতে ছিলেন শেষ চারবছর। বাড়ির অত্যন্ত কাছে মায়ের স্নানের ঘাট বাড়ুজ্যে পুকুর ও পুণ্যিপুকুর। সামান্য দূরে উত্তর প্রান্তে আমোদর নদ। মায়ের প্রিয় 'গঙ্গা'। তার আশপাশগুলি গ্রামীন সৌন্দর্যে মাতোয়ারা করে সাধারণ ভ্রমণার্থীদের। ওখান থেকে দু'কিলোমিটার দূরে শিহর। শান্তিনাত শিবের সৌন্দর্যমণ্ডিত মন্দির। এই মন্দিরটির ভাস্কর্য সৌন্দর্য সত্যিই দেখার মত। খোদ জয়রামবাটিতে সিংহবাহিনীদেবীর একটি মূর্তি আছে। দেবী সারদা নিজে পূজা অর্চনা করতেন জাগ্রতা এই দেবীর। শিহরে শান্তিনাথ মন্দিরের পাশাপাশি বাস রামকৃষ্ণদেবের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের। যাকে পরমহংস হৃদে বলে ডাকতেন। হৃদয়বাবুর উত্তরপুরুষদের কাছে রয়েছে পরমপুরুষের নিজে হাতে লেখা পুঁথি। অবশ্যই দ্রষ্টব্য এই

রত্নখণ্ডটি।

আসবেন কীভাবে

কলকাতার ধর্মতলার বাস গুমটি এবং হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকে একঘন্টা অন্তর বাস ছাড়ছে ওই রুটে যাবার। এছাড়া হাওড়া স্টেশন থেকে গোঘাটা ট্রেন পথে চলে আসুন। স্টেশন থেকে নেমেই টোটো, প্রাইভেট গাড়ি সরাসরি জয়রামবাটি মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাবে। তবে দরাদরি করে রিজার্ভ হিসাবে যেতে হবে। অথবা গোঘাট স্টেশন থেকে রোডে এসে বাসে যাওয়া যাবে। ভাড়া ১৫ টাকা। এখানে ভোগ খেতে হলে সাড়ে ১১টার মধ্যে কুপন নিতে হবে। একজনের ক্ষেত্রে ৪০ বা ৫০ টাকা সামর্থ্য অনুযায়ী দিলেই হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com